NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ আজ ২১ মার্চ, বিশ্ব কবিতা দিবস উপলক্ষে বিশেষ

বিশ্বকাপের যোগ্যতা পর্বে ৩ পয়েন্টই চাইছে ভারত ৮

কলকাতা ২১ মার্চ ২০২৪ ৭ চৈত্র ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৭৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 21.3.2024, Vol.17, Issue No. 279, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

অরূপ বিশ্বাসের ভাইয়ের বাড়িতে আয়কর হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শাসকমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই তৃণমূল নেতা স্বরূপ বিশ্বাসের বাড়িতে হানা দেয় আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা। ভোরে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা স্বরূপ বিশ্বাসের বাড়িতে যান। কলকাতার আরও ২ প্রোমোটারের বাড়িতেও আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা তল্লাশি চালান। ট্যাক্সের বিভিন্ন কাগজপত্র ঘেঁটে দেখছেন আয়কর আধিকারিকরা। ট্যাক্স সঠিকভাবে না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। আয়কর দপ্তর সূত্রে খবর, এ দিন দুটি রিয়েল এস্টেট সংস্থার বিরুদ্ধে কর ফাঁকির অভিযোগের তদন্তে কলকাতার পাঁচটি জায়গায় সকাল থেকে তল্লাশি শুরু হয়। নিউ আলিপুরে স্বরূপ বিশ্বাসের ফ্ল্যাট ছাড়াও বেহালার কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি চলে। বাড়ির ভিতরে স্বরূপ বিশ্বাস ও তাঁর স্ত্রী জুঁই বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলেন আধিকারিকরা। তাঁদের আয়কর রিটার্নে বেশ কিছু গড়মিল রয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে আয়কর দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। আর সে কারণেই এই তল্লাশি। এদিনের আয়কর হানা প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা অরূপ চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'আসলে এটাই পরিষ্কার করে দিচ্ছে, বিজেপি ম্যাচ হেরে গিয়েছে। আসলে বিজেপি যখন হেরে যায়, তখন দাঁত-নখ বার করে। কালকেই দেখা গিয়েছে, লোকপাল মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে। এই বিষয়গুলো অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে সবটা বলে দিচ্ছে। বিজেপি আসলে ল্যাজে-গোবরে হচ্ছে।'

রাজ্যে প্রথম দফার ভোটের মনোনয়ন শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে প্রথম দফা ভোটের মনোনয়ন শুরু হল বুধবার। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের বুধবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া শুরু হল। সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা নিজেদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবেন। রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা যাতে নির্ভয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেন সেজন্য রয়েছে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা। এই তিনটি আসনে আগামী ১৯ এপ্রিল প্রথম দফায় লোকসভা নির্বাচন। প্রথম দফার নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন আগামী ২৭ মার্চ। মনোনয়নপত্র স্ক্রুটিনি হবে ২৮ মার্চ। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ৩০ মার্চ। শনিবার লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার দিন থেকেই সরকারিভাবে শুরু হয়ে গিয়েছে ভোট পর্ব। ১৯ এপ্রিল প্রথম লোকসভা নির্বাচন। নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে ৪ জুন। ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারির পর থেকেই চালু হল আদর্শ আচরণবিধিও। বাংলায় ইতিমধ্যে পুরোদমে ভোটের প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তৃণমূল ৪২টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিয়েছে। রাজ্যের জেলায় জেলায় শুরু হয়ে গিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ।

ধৃত আইসিস ইন্ডিয়ার প্রধান

গুয়াহাটি, ২০ মার্চ: অসমে গ্রেপ্তার আইসিসি ইন্ডিয়ার প্রধান হরিশ ফারুকি। বুধবার ধুবড়ি থেকে হরিশ ও তার আরও এক সঙ্গী অনুরাগ সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে অসম পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে অসমে প্রবেশ করার সময়ই তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ধরমশালা এলাকা থেকে অসম পুলিশের এসটিএফ তাদের গ্রেপ্তার করে।

দিনহাটার ঘটনায় উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি, রিপোর্ট কমিশনে

'বাংলা শান্তি চায়', দিনহাটায় বার্তা রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবার সুপার অ্যাকটিভ মোডে বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। প্রকাশ্য রাস্তায় দুই মন্ত্রীর বচসার ঘটনায় এবার গ্রাউন্ড জিরোয় নেমে তথ্য তালাশ করতে গিয়েছেন বাংলার সাংবিধানিক প্রধান। ভোটে কোনও ভাবেই হিংসা বরদাস্ত নয়। হিংসা কোনও ভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। লোকসভা ভোটের আগে প্রতিটি রাজনৈতিক দল এবং বাংলার মানুষকে এই বার্তা দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বুধবার সন্ধ্যায় কোচবিহারে পৌঁছে রাজ্যপাল বলেন,'রাজনৈতিক হিংসার বিষয়ে জিরো টলারেন্স। দিনহাটা শান্তি চায়। দিনহাটা শান্তি পাবে। সারা বাংলায় শান্তি থাকবে।' সন্ধ্যায় দিনহাটায় পৌঁছে প্রায় ৪৫ মিনিট দু'পক্ষের অভিযোগের কথা শোনেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন। মঙ্গলবারের ঘটনায় যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁদের বাড়িতে গিয়ে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। রাজ্যপাল বলেন, 'আমি খুব খুশি যে দিনহাটার মানুষ এখানে এসেছেন। হিংসা শেষ করা পর্যন্ত সবাই ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়ব। হিংসা, গুন্ডামির জায়গা নেই এই বাংলায়। বাংলার যে কোনও নাগরিকই চান স্বচ্ছ এবং অবাধ ভোট। আমি সবার সঙ্গে আছি। আর আপনাদের সবার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, রাজভবন লোকসভা পোর্টাল চালু করেছে। তাতে যে কোনও নাগরিক রাজ্যপালের কাছে পৌঁছতে পারেন। আমি রাজ্যপাল হিসাবে সর্বদা মানুষের জন্য এবং মানুষের সঙ্গে আছি।' মঙ্গলবার রাতে দিনহাটায় তৃণমূল এবং বিজেপির সংঘর্ষের ঘটনার পর পুলিশের কাছে রিপোর্ট চেয়েছিল রাজভবন। বুধবার সকালে রাজভবন থেকে জানানো হয় কোচবিহার জেলার ওই ঘটনাস্থলে আসছেন রাজ্যপাল। বিকেলে কলকাতা থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছে রাজ্যপাল বলেন, 'বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এসেছি।' তিনি আরও বলেন, 'গ্রাউন্ড জিরোতে গিয়ে বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এসেছি। সেখানে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলব। যা বলার ঘটনাস্থলে গিয়েই বলব। যে রিপোর্ট চেয়েছিলাম তা পুরোটাই গোপনীয়।' মঙ্গলবার রাতেই কার্যত নজিরবিহীনভাবে প্রকাশ্য রাস্তায় সদলবলে বচসায় জড়িয়েছেন দুই মন্ত্রী। একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কোচবিহারের বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক। অন্যজন, রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহ। মঙ্গলবার রাতের সেই ঘটনায় ভোটের মুখে তোলপাড় হচ্ছে রাজ্য রাজনীতি। আর এসবের মধ্যেই এবার কোচবিহারে গিয়েছেন রাজ্যপাল বোস। মঙ্গলবার রাতে ঠিক কী ঘটেছিল, তার সত্যানুসন্ধানে নামছেন তিনি। এরপরই বুধবার তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে দিনহাটায় ২৪ ঘণ্টার বন্ধের ডাকও দেওয়া হয়। সূত্রে খবর, এই বন্ধের প্রভাব মিশ্র পড়েছে দিনহাটার জনজীবনে। অন্যদিকে, কোচবিহারের দিনহাটায় তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষের ঘটনা নিয়ে রিপোর্ট জমা পড়ল নির্বাচন কমিশনের কাছে। পুলিশের তরফে কমিশনে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে। গোটা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, দিনহাটার ঘটনায় তৃণমূলের অভিযোগের প্রেক্ষিতে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশও দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। দিনহাটার ঘটনায় কোচবিহারের জেলাশাসকের থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠানোও হয়েছিল নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে। এরই পাশাপাশি দ্রুত রিপোর্ট পাঠানোরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে মূলত নির্বাচনী বিধিভঙ্গ হয়েছে নাকি, কী কারণে এই ঘটনা গোটা বিষয় সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল নির্বাচন কমিশন। অন্যদিকে, প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোচবিহারের দিনহাটায় হিংসার অভিযোগ উঠেছিল। তার জেরে পঞ্চায়েত নির্বাচন চলাকালীনও দিনহাটা গিয়েছিলেন রাজ্যপাল। আর এবার ফের লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন দিনহাটা গেলেন রাজ্যপাল। এদিকে নির্বাচনী নির্ঘণ্ট অনুসারে প্রথম দফায় ভোট হবে কোচবিহারে। ইতিমধ্যেই বুধবার তার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। প্রায় ২৩৫ কোম্পানি আধা সেনা মোতায়েন করা হতে পারে প্রথম দফার ভোটে। প্রথম দফার ভোটে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়িতে ভোট হবে। কিন্তু তার আগেই দিনহাটা নিয়ে সতর্ক নির্বাচন কমিশন।

ইডি ও সিবিআই কাঁচকলা করেছে, কটাক্ষে অভিষেক

লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা নিয়ে বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আপাতত শান্ত সন্দেশখালি। সিবিআই হেপাজতে শেখ শাহজাহান। জেলবন্দি তাঁর শাগরেদ উত্তম সর্দার, শিবু হাজরা। সন্দেশখালি কাণ্ডের পর এই প্রথমবার বসিরহাটে পা রেখে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'শেখ শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ইডি, সিবিআই কাঁচকলা করেছে।'

শাহজাহানের গ্রেপ্তারির প্রায় মাসখানেকের মধ্যে আগে প্রথমবার লোকসভা নির্বাচনী জনসভায় বসিরহাটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে শেখ শাহজাহানের গ্রেপ্তারির প্রসঙ্গ।

তিনি বলেন, 'শেখ শাহজাহানকে ইডি, সিবিআই গ্রেপ্তার করেনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ করেছে। সুদীপ্ত সেনকে ইডি, সিবিআই গ্রেপ্তার করেনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ করেছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে তৃণমূল। সিপিএম, বিজেপির একটা নেতা গ্রেপ্তার হয়েছে? ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে শারীরিক হেনস্তার অভিযোগ করেছেন কুস্তিগিররা, তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে? বড় বড় পদ দিয়ে বসিয়ে রেখেছে।' অভিষেকের বক্তব্যে এদিন উঠে আসে শেখ শাহজাহানের শাগরেদ উত্তম, শিবুদের কথাও।

তিনি বলেন, 'উত্তম সর্দার, শিবু হাজরাকে গ্রেপ্তারের পর ১৫ দিন হয়ে গিয়েছে। সিবিআই হেপাজতে নেওয়ার আবেদনই করেনি। নারী নির্যাতন রোখা ওদের লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রচার করা। আমি আজ বলে দিলাম ৪দিন পর হয়তো ওদের হেপাজতে চাইবে। নাটক করবে। বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে অশুভ শক্তি কাজ করছে। ইডি-সিবিআই কাঁচকলা করেছে। আর বাংলার মানুষের কাঁচকলা করবে।' যত ইডি-সিবিআই বাংলায় আসবে, লড়াই ততই তীব্রতর হবে বলেও হুঁশিয়ারি অভিষেকের।

এদিন, লদীর ভান্ডারের টাকা দেওয়া নিয়েও বিজেপিকে আক্রমণ করেছেন অভিষেক। চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেছেন, 'বিজেপি শাসিত একটি রাজ্যে লদীর ভান্ডার দিয়ে দেখাক বিজেপি।' বুধবার বসিরহাটের বিএসএসএ মাঠে জনগণের গর্জন সভা থেকে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আবারও চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন পদ্ম শিবিরকে। এদিনের সভা থেকে বিজেপি ও কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক তোপ দাগেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'বিজেপি নেতারা বলছে তারা ক্ষমতায় আসলে ১ হাজার টাকার লদীর ভান্ডার ৩ হাজার টাকা করে দেবেন। দেশে ১৭টি রাজ্যে বিজেপি আছে। অন্তত একটি রাজ্যে লদীর ভান্ডারের জন্য ৩ হাজার টাকা দিয়ে দেখাক। নিদেনপক্ষে ২ হাজার করে টাকা দিক। তাহলে বুঝবো বুকের পাটা আছে। আমি চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলছি দিতে পারবে না। দিলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেবো। আমি আগে একটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে দিলাম, বলেছিলাম ১০০ দিনের কাজ ও আবাস যোজনায় ১০ পয়সা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে গত তিন বছরে সেটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করে দেখাক। কিন্তু ৬ দিন হয়ে গেল কিছুই দেখাতে পারে নি। ওদের বুকের পাটা নেই। তাই পারছে না। আজ আবার আরেকটি চ্যালেঞ্জ দিলাম করে দেখাক। বিজেপি 'মোদিজি কা গ্যারান্টি'র কথা বলছে। আজ পর্যন্ত কোনও গ্যারান্টি পূরণ করে দেখাতে পারেনি। ১৫ লক্ষ টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেবে বলেছিলো, বছরে ২ কোটি চাকরি দেবে বলেছিলো কিছুই করেনি। উপরন্তু বাংলাকে তার হকের টাকা না দিয়ে বঞ্চিত করছে। বিজেপি তাদের রিপোর্ট কার্ড দেখাক।'

পাশাপাশি বলেন, বাংলায় বিজেপির হাল এমন করতে হবে যাতে পদ্মফুলের বদলে ওরা চোখে সরষে ফুল দেখে। আজ খুঁটি পুজো করে গেলাম, যেদিন ফল ঘোষণা হবে সেদিন বিজেপিকে বিসর্জন দেব বলে জানান অভিষেক।

লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন ইডি তলবে না, সুপ্রিম স্বস্তি অভিষেকের

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ: শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন অভিষেককে তলব করবে না ইডি। কখনও কয়লা-কেলেঙ্কারি, কখনও নিয়োগ দুর্নীতি- একাধিক মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করা হয়েছে। বারবার কেন্দ্রীয় সংস্থার জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে। তবে লোকসভা নির্বাচনের আগে বুধবারে এমন নির্দেশে স্বস্তিতে অভিষেক। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১০ জুলাই। প্রসঙ্গত, কয়লা দুর্নীতি মামলায় ইডির সমনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী কপিল সিব্বল এদিন আবেদন করেন, লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন অর্থাৎ আগামী জুলাই মাস পর্যন্ত দিল্লিতে যেন অভিষেককে ইডি তলব না করে। আবেদন করেছিলেন স্ত্রী রুজিরাও। সিব্বল এদিন আদালতে বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তিনি একজন সাংসদ। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে ফের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি। আগামী ১ জুন ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে ভোট।' একই সঙ্গে সিব্বল সওয়াল করেন, ইডির তদন্তে বরাবর সহযোগিতা করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ইডির নির্দেশ মতো ১০ বছরের আয়করের হিসেবও জমা দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে শীর্ষ আদালতে। একাধিকবার তলবে সাড়া দিয়ে তিনি যে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছেন, সে কথাও জানিয়েছেন আইনজীবী। কয়লা দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় ২০২৩ সালের ২১ মার্চ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শেষবার তলব করা হয়েছিল। সিব্বলের এই যুক্তি শুনে বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী ও বিচারপতি পঙ্কজ মিথালে ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, পরবর্তী শুনানির দিন পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিল্লিতে তলব করা যাবে না। সুপ্রিম কোর্টে পরবর্তী শুনানি রয়েছে আগামী ১০ জুলাই।

বেআইনি নির্মাণ নিয়ে আরও কড়া হাইকোর্ট

জরিমানার পরিমাণ দ্বিগুণ করলেন বিচারপতি সিন্‌হা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেআইনি নির্মাণ মামলায় আরও কড়া কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের নির্দেশের পরেও বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে এবার মামলাকারীকে ২ লক্ষ টাকা জরিমানা করলেন বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হা। এর আগে তাঁকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করে আদালত। গার্ডেনরিচে যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে, তাতে প্রশাসনের বিরুদ্ধে উঠেছে প্রশ্ন। এদিকে বহুকাল ধরেই শহরে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ আছেই। অলিতে-গলিতে জলাশয় বুজিয়ে ফ্ল্যাট তোলা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছিল বহুকাল ধরেই। নিয়ম না মেনে মাথা তুলছে বহুতল, এমন অভিযোগও উঠেছে। তবে এবার নির্মাণ রুখতে এবার আরও কড়া পদক্ষেপ করা হল কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে।

এদিকে নন্দীবাগান ১০৬ নম্বর ওয়ার্ড বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত একটি মামলা ছিল বুধবার। সেই মামলায় অভিযুক্তের জরিমানা দ্বিগুণ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হা। এদিন বুধবারও অমৃতা সিন্‌হা বলেন, 'আদালত চোখ বন্ধ করে বসে থাকতে পারে না। বিচার না দিলে অন্যায় করা হবে। সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশের উপর ডিভিশন বেঞ্চের কোন স্থগিতাদেশ নেই।' এখানেই শেষ নয়, ১ লাখ টাকা জরিমানা দিতে না চাওয়া অভিযুক্তের জরিমানা বাড়িয়ে ২ লাখ টাকা করে আদালত। সম্প্রতি, গার্ডেনরিচে ঝুপড়ির ওপর বাড়ি ভেঙে পড়ার পর অভিযোগ উঠেছে, ওই বহুতল কোনও অনুমোদন ছাড়াই মাথা তুলছিল। উল্লেখ্য, গার্ডেনরিচকাণ্ডে এখনও পর্যন্ত দশ জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। এরপরই বেআইনি নির্মাণ নিয়ে কড়া নির্দেশ দিতে দেখা যায় বিচারপতি সিন্‌হাকে।

এদিন হাওড়ার এই বেআইনি নির্মাণের ঘটনায় প্রোমোটারকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি আগামী তিনমাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আবাসনের বাসিন্দাদের আবাসন খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হা। একইসঙ্গে আবাসনটি ভেঙে ফেলার নির্দেশও দেন বিচারপতি। এদিকে ২ এপ্রিল মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। তাঁর আগে প্রোমোটার আদালতে জরিমানার অর্থ জমা না দিলে তাঁকে বড় বিপদে পড়তে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন বিচারপতি সিন্‌হা।

এদিকে আদালত সূত্রে এও জানা গিয়েছে, হাওড়ার কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী লেনে কোনরকম অনুমোদন ছাড়াই তৈরি হয়েছিল একটি পাঁচতলা আবাসন। শুধু তাই নয় সেই আবাসনটির প্রত্যেকটি ফ্ল্যাট ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা দরে বিক্রি করে দেয় প্রোমোটার। নির্মাণটিকে কেন্দ্র করে মামলা দায়ের হয়। অভিযোগ, মামলা চলাকালীনই একতলা থেকে সেটিকে পাঁচ তলায় রূপান্তরিত করে দেন প্রোমোটার। এদিন মামলার শুনানিতে গার্ডেনরিচের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বিচারপতি বলেন, 'আদালত এতদিন নরম ছিল তাই এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। যে পরিস্থিতি এসে দাঁড়িয়েছে তাতে আদালত আর কোন বেআইনি নির্মাণকে রেয়াত করবে না।'

এদিন এই বেআইনি নির্মাণ প্রসঙ্গে বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হা জানান, 'যারা এসবের যুক্ত তাদের একটা ভাল শিক্ষা দিতে হবে, যাতে আগামীদিনে বেআইনি নির্মাণ বন্ধ হয়। আদালত চোখ বন্ধ করে বসে থাকতে পারে না। বিচার না দিলে অন্যায় করা হবে।' এদিন বিচারপতি সিন্‌হা আরও উল্লেখ করেন, সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশের উপর ডিভিশন বেঞ্চের কোনও স্থগিতাদেশ নেই।

কড়া আইন আনছে কেএমসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: গার্ডেনরিচে বাড়ি ভেঙে মৃত্যু মিছিলে উদ্বিগ্ন কলকাতা পুরসভার নিল চরম সিদ্ধান্ত। কলকাতা পুরনিগমের বিল্ডিং আইনের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে কলকাতা পুলিশের ফৌজদারি আইন। অর্থাৎ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৬ এবং ৪২০ ধারাকে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। সূত্রের খবর, কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম এই বিষয়ে যাবতীয় দায়িত্ব দিলেন ৩ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান অনিন্দ্য কিশোর রাউতকে। বিশ্বাসভঙ্গ বা মানুষের বিশ্বাস নিয়ে প্রতারণার অভিযোগে দেওয়া হয় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৬ নম্বর ধারা। ৪২০ নম্বর ধারা দেওয়া হয় প্রতারণার অভিযোগে। এই দুটি ধারা যুক্ত করা হবে বলে পুরসভা সূত্রে খবর। কারণ, ফৌজদারি আইন যুক্ত হলে এই বেআইনি নির্মাণ তৈরিতে রাশ টানা যাবে বলে মনে করছেন মেয়র।

টানা ৩ দিন বৃষ্টির পূর্বাভাস জানিয়ে দিল হাওয়া অফিস

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার রাত থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বুধবার সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা। সূর্য ঢাকা পড়েছে মেঘের আড়ালে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও একই আবহাওয়া। বৃষ্টির সঙ্গে বইছে ঝোড়ো হাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, আগামী দু'তিন দিন গোটা রাজ্যেই এমন আবহাওয়া থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে জেলায় জেলায়। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ড থেকে দক্ষিণ অসম পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ বলয় বিস্তৃত ছিল। বুধবার সেই নিম্নচাপ বলয় উত্তর-পশ্চিম মধ্যপ্রদেশের দিকে বিস্তৃত হয়েছে। যার জেরে পূর্ব বাংলাদেশ এবং তার আশপাশের এলাকায় বঙ্গোপসাগর থেকে ছুটে আসছে জলীয় বাষ্প। এই জলীয় বাষ্পের কারণেই ভিজবে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলা।

উত্তরবঙ্গে বুধবার থেকে শনিবার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই কমলা সর্তকতা জারি করা হয়েছে। উত্তরের প্রায় সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে বলেও হাওয়া অফিস জানিয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ কমলেও আবহাওয়ার খুব একটা পরিবর্তন হবে না বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

শুক্রবার দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারের কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটারে বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। শনিবার এই পাঁচ জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা তো রয়েইছে। তাদের মধ্যে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জেলার দু'-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

এদিকে, দিনভর বৃষ্টিতে একধাক্কায় নামল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। ৫৪ বছরে কলকাতায় মার্চের দ্বিতীয় শীতলতম দিন ছিল বুধবার। এমনটাই বলছে হাওয়া অফিস। ২০০৩ সালের ১৩ মার্চ আলিপুরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিন কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১৩ ডিগ্রি কম।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ১৫/০৩/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Tapas Maity ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Prabodh Maity ও P. Maity সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ১৪/০৩/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে Meghnath Mondal S/o. Late Noren Mondal ও Megnath Mondal S/o. Naren Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৩/০৩/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৯১ নং এফিডেভিট বলে আমি Priya Naskar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nemai Naskar ও Nimai Naskar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ১৫/০৩/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৫ নং এফিডেভিট বলে Debasis Ghosh S/o. Renupada Ghosh ও Debasish Ghosh S/o. R. P. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

শুভআজ ২১ শে মার্চ, ৭ ই চৈত্র, বৃহস্পতি বার। দ্বাদশী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি অষ্টোত্তরি চন্দ্র মহাদশা, ও বিংশোত্তরী বুধের র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি :শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি :জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধুদের অন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন শুক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুদদদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি :পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বুদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি :আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল ভারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি :আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন কারে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

ধনু রাশি :আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মেরত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি :যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পুর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পারা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি :আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি :সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের যারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পুজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

**(আজ মুহূর্ত চিন্তা মনি শ্রীশ্রী চৈত্র লক্ষী পূজা। নৃসিংহদ্বাদশী তিথি।
শ্রী শ্রী বালানন্দ ব্রম্ভচারী মহারাজ র শুভ ভুমিষ্ঠ তিথি।
সায়ন সৌরবর্ষ শুরু।)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী
গত ১৯/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪০৩২ নং এফিডেভিট বলে Surojit Lahiri S/o. Samir Kumar Lahiri ও Surojit Lahiri S/o. Lt. S. Lahiri সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২০/০৩/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪২ নং এফিডেভিট বলে Rabin Manik S/o. Sahadeb Manik ও Robin Manik S/o. Late S. Manik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৯/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪০২১ নং এফিডেভিট বলে আমি Susanta Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Radhanath Das ও R. N. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ১৯/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪০৩৭ নং এফিডেভিট বলে Amit Kumar Goswami S/o. Kalipada Goswami ও Dr. Amit Kr. Goswami S/o. K. P. Goswami সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৯/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪০৩৫ নং এফিডেভিট বলে Amit Kumar De S/o. Shri Charan De ও Amit Kr. De S/o. S. De সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৯/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪০৩৪ নং এফিডেভিট বলে Meghna Chakraborty W/o. Shuvadip Chakraborty ও Meghna Chattaraj D/o. Gouranga Chattaraj সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৯/০৩/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২১০১ নং এফিডেভিট বলে আমি Dipak Bhattacharjee S/o. Hirendra Bhattacharjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্র Susanta Bhattacharjee S/o. Dipak Bhattacharjee ও Sushanta Bhattacharjee S/o. Dipak Bhattacharjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী
গত ১৫/০৩/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১১ নং এফিডেভিট বলে Sk. Habibar Rahaman S/o. Sk. Rahim Kalakar ও Habibar Rahaman Sekh S/o. Rahim Sekh, Lt. Sk Rahim সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১২/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৫৯৪ নং এফিডেভিট বলে Uttom Kumar Sarkar S/o. Shyamal Sarkar ও Uttam Kr. Sarkar S/o. S. Kr. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৯/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪০২৩ নং এফিডেভিট বলে Bikas Chandra Kunti S/o. Pannalal Kunti ও Biskash Ch Kunti S/o. P. L. Kunti সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৯/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪০৪১ নং এফিডেভিট বলে Sufal Chandra Das S/o. Indra Narayan Das ও Supal Ch. Das S/o. Lt. I. N. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NAME CHANGE
I, June Beatrice Jacobs, W/o Late Christopher Yves Jacobs, R/o 3/162 Mohendra Banerjee Road, Flat S1 Rabindranagar 3, Behala, Kolkata 700060 vide Affidavit sworn before the Notary Public Alipore at Kolkata on 15-03-2024 declare that my husband Late Christopher Yves Jacobs alias Christopher Jacobs & myself June Beatrice Jacobs alias June Jacobs are the same and one identical persons.

বিজ্ঞপ্তি
হুগলী জেলার মহামান্য ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং-৭০/২০২৩

দরখাস্তকারিনীঃ- সোমা দত্ত, পিতা- ৺ নিখিল চন্দ্র দত্ত, সাকিম- কুলটী রোড, থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিনকোড নং- ৭১২১৪৯

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাইতেছে যে, দরখাস্তকারিনীর উপরিউক্ত সাং নিবাসী- অবিবাহিত দাদা সুদীপ্ত দত্ত বিগত ১৯/০৫/২০১৫ তারিখে পরলোক গমন করেন। মৃত্যু কালে তাহার পান্ডুয়া এল.আই.সি. শাখায় ৭ টি পলিসি যাহার নাম্বার ৪৩৫০৭৭২৮৭, ৪৩৫৭৭২৮৬, ৪৩১৩৩৫৩৫৭৮, ৪৩৫০৭১৮৫৮, ৪৩৫০৬৮১৩৩, ৪৩৫৭৭৯৩৫১, ৪৪৬৪৮৯১০০ উক্ত পলিসি গুলোতে মোট ৮,৪৯,৫০০ টাকা রহিয়াছে। দরখাস্তকারিনী ইহা নিজ নামে পাইবার জন্য উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য উক্ত সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার দরখাস্ত করিয়াছেন। যদি উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবে

দরখাস্তকারিনীর আইনজীবি
Arpita Sengupta

অনুমত্যানুসারে-
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
চুঁচুড়া, হুগলী।

GENERAL NOTICE
**GENERAL NOTICE
IN THE COURT OF THE LEARNED CIVIL JUDGE, SR.DIVN,1ST COURT AT CHINSURAH, HOOGHLY
Act 39(Probate) Case No. 36 of 2016**

In the matter of: **MOLLY DUTT,** Widow of Late Raj Kumar Dutt of Barabazar, Post Office: Chinsurah Police Station : Chinsurah District: Hooghly, PIN - 712101 a Jewish, inhabitant

....Deceased Person
And

In the matter of: **SRI ASHIS KUMAR DUTTA,** Son of Late Rabindranath Dutta of Barabazar, Post Office: Chinsurah Police Station: Chinsurah, District: Hooghly, PIN - 712101

....Petitioner/Executor

WHEREAS the abovenamed petitioner has filed the application on 02.05.2016 before the Learned Civil Judge (Sr. Divn) 1st Court, Chinsurah, Hooghly under the provision of Indian Succession Act, 1925 for grant of probate of the Will and Codicil dated 12.09.1990 & 19.08.1993 of the said deceased who died on 02.02.1999 at at Barabazar, P.O & P.S - Chinsurah, District - Hooghly.

Notice is hereby given that any person having any interest in the estate of the deceased, being 50 Equity sharers of Rs. 10/- each of M/S Andrew Yule & Co. Ltd., 100 Equity sharers of Rs. 10/- each of VZNYL @ VINYL CHEMICALS (I) Ltd., Locker No. 48 of Class 'A' in Bank of India, Lindsay Street Branch containing 58 Gms. gold, 494 Equity shares of Rs.10/- each of Rohtas Industries Ltd.& 1572 Equity Share of Rs.10/- each of Walford Transford (I) Ltd. worth of Rs. 1,84,375/- may appear before the Learned Court on 25th Day of April, 2024 at 10.30 a.m. either in person or through agent and may file objection if any there against. In default, the application will be heard and determined ex- parte in accordance with law.

**Nirmalya Dutta
Advocate**

By order
**Serestadar
Charan Singh**
Ld. C.J.(Sr.Divn) 1st Court
Chinsurah, Hooghly

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

কংগ্রেসে যোগ ‘বাহুবলি’ পাপ্পু যাদবের

পাটনা, ২০ মার্চ: লোকসভা নির্বাচনের আগে বিহারে শক্তি বাড়ল কংগ্রেসের। পূর্ণিয়া, মাধোপুর এলাকার বাহুবলি নামে খ্যাত পাপ্পু যাদব এবার সরাসরি যোগ দিলেন কংগ্রেসে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের টিকিটে প্রার্থী হতে পারেন তিনি। পাপ্পু যাদব বিহারের রাজনীতিতে বেশ প্রভাবশালী। একটা সময় তিনি কংগ্রেসে ছিলেন। লালুপ্রসাদ যাদবের দল আরজেডিতেও ছিলেন। আবার দুই দলের সঙ্গে মতবিরোধের জেরে নিজের আলাদা দল জন অধিকার পার্টি তৈরি করেন। বুধবার পাটনার প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তর সদাকত আশ্রমে গিয়ে পাপ্পু যাদব নিজের দলকে কংগ্রেসের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পবন খেরার উপস্থিতিতে নিজে কংগ্রেসের পতাকাও ধরেছেন।

আসলে পাপ্পুর স্ত্রী রনজিত রঞ্জন ছত্তিশগড় থেকে কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ। পাপ্পু নিজেও দীর্ঘদিন কংগ্রেস করেছেন। পূর্ব-মধ্য বিহারের পূর্ণিয়া ও আশপাশের অঞ্চলের ‘বাহুবলী’ নেতা একটা সময় কংগ্রেস ছেড়ে যোগ দেন লালুপ্রসাদের আরজেডিতে। ২০১৪ সালে আরজেডির টিকিটে সাংসদও হন। কিন্তু ২০১৫ নাগাদ লালু পরিবারের সঙ্গে মতানৈক্যের জন্য দল ছাড়েন। তারপর থেকে দীর্ঘদিন পাপ্পু কংগ্রেসে ফেরার চেষ্টা করেন। এতদিন হচ্ছিল না লালুর আপত্তিতেই। অবশেষে মঙ্গলবার রাতে লালুর সঙ্গে দেখা করে তাঁর অনুমতি নিয়েই বুধবার কংগ্রেসে যোগ দেন তিনি। পাপ্পুর যোগদানে বিহারে শক্তিশালী নেতা পেল কংগ্রেস।

জিআই তকমা পেল বাংলার মসলিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটমুখী বাংলার মুকুটে যুক্ত হল নতুন পালক। গরদ, করিয়াল, টাঙ্গাইল শাড়ির পর এবার জিআই তকমা পেল বাংলার বিশ্বখ্যাত মসলিন। চলতি সপ্তাহের শুরুতেই জিআই কর্তৃপক্ষের তরফে এই সুখবর দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারকে। এর ফলে দীর্ঘদিন পাঁচ বছরের লড়াই জিতল বাংলার সরকার।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মসলিন তৈরি হলেও সূক্ষ্মতার জন্য বিখ্যাত বাংলার মসলিন। বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী তাঁত ও হস্তশিল্পের উৎকর্ষের অন্যতম নিদর্শন এই মসলিন শাড়ি। একটা সময় রাজা মহারাজাদের অত্যন্ত পছন্দের ছিল এই মসলিন। তবে ইংরেজরা দেশের শাসনক্ষমতা দখলের পর ধীরে ধীরে মসলিন বাংলার বুক থেকে হারিয়ে যেতে শুরু করে। শোনা যায়, ইংল্যান্ডে তৈরি কৃত্তিম রেশমের শাড়ির বাজার তৈরি করতে বাংলার মসলিন শিল্পকে গায়ের জোরে বন্ধ করার জন্য নানা পন্থা নেয় ব্রিটিশরা। তবে স্বাধীনতার পর ফের ঘুরে দাঁড়ায় মসলিন শিল্প। বিভিন্ন সময় মসলিনের উন্নয়নের জন্য সরকারের তরফের বিবিধ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আর সেই কারণেই বাংলার মসলিন নতুন এক মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছে। অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে বাংলার মসলিনের পার্থক্যও রয়েছে বিস্তর। অন্যান্য রাজ্যের মসলিন যেখানে মাত্র ১৫০ কাউন্টের, সেখানে বাংলার মসলিনের অধিকাংশই ৩০০ থেকে ৫০০ কাউন্টের। মসলিনের জিআই তকমার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই চেষ্টা চালাচ্ছিল বাংলা। পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের তরফে ২০১৯ সালে বাংলার মসলিনের জিআই স্বত্বের জন্য আবেদন জানান হয়। অশেষে এল সাফল্য। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি দপ্তরের তত্ত্বাবধান কেন্দ্রের কাছ থেকে মিলল জিআই স্বীকৃতি।

দুধ উৎপাদনে গুজরাতকে টপকে যেতে চলেছে বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপি শাসিত গুজরাতকে টপকে দুধ উৎপাদনে এক নম্বর স্থানে পৌঁছতে চলেছে বাংলা। রাজ্যে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন বাড়াতে বাংলার ডেয়ারি ব্র্যান্ডের আওতায় একটি অত্যাধুনিক দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। নদিয়ার হরিণঘাটায় প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর প্রায় ৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে এই কেন্দ্রটি গড়ে তুলছে। দৈনিক ২ লক্ষ লিটার দুধ উৎপাদনের ক্ষমতা সম্পন্ন এই কেন্দ্রে প্যাকেটজাত দুধের পাশাপাশি পনির, ঘি, দই এবং লস্যি উৎপাদনের পরিকাঠামোও থাকছে। একই সঙ্গে বাংলার ডেয়ারির ডানকুনি দুগ্ধ কেন্দ্রের সংস্কার ও আধুনিকীকরণের কাজও শুরু হয়েছে। যার জন্য খরচ হচ্ছে প্রায় ২৩ কোটি টাকা।

প্রাণী সম্পদ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলার ডেয়ারির মাধ্যমে প্রায় ৫২,০০০ দুধব্যবসায়ী উপকৃত হচ্ছেন। চলতি আর্থিক বছরে সব মিলিয়ে প্রায় ২৯,১৭৭ কিলোলিটার দুধ উৎপাদন করা হয়েছে। ভর্তুকি-সহ যে পরিমাণ টাকা সেই দুগ্ধ ব্যবসায়ীরা পেয়েছেন তার পরিমাণ প্রায় ১১৪.২৭ কোটি টাকা। দেশের মধ্যে দুগ্ধ উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এরাজ্য। বার্ষিক এই উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ৮.৬৫ শতাংশ। গোটা রাজ্যজুড়ে প্রায় ৫৭৮টি কাউন্টার রয়েছে বাংলার ডেয়ারির।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে মাসব্যাপী উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রীচৈতন্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ৫৩৮ তম আবির্ভাব উপলক্ষে মায়াপুর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে মাসব্যাপী উৎসবের সূচনা হয়েছে। শ্রীচৈতন্যময় নবদ্বীপ ধাম ও মায়াপুরের সকল পথ সংকীর্তন সহ পরিক্রমা শুরু হয়েছে। মঠাধীশ শ্রীবিষ্ণু মহারাজ জানিয়েছেন, পরিক্রমাকালে বিভিন্ন অংশে বিভাজিত হয়ে সাতটি সংকীর্তন দল শ্রীচৈতন্যদেবের পাদস্পর্শধন্য স্থানগুলি পরিভ্রমণ করবে। এছাড়া, আশ্রমে একমাসব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় আলোচনা, সংকীর্তন, পাঠ ও প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠিত হবে।

অন্যদিকে মধ্যকলকাতার চালতাবাগানে দশদিনব্যাপী দোলযাত্রা উৎসব। মধ্যকলকাতার চালতা বাগানে প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় মিশনের উদ্যোগে ২৩ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত দশদিনব্যাপী দোলযাত্রা উৎসব পালিত হবে। প্রতি সন্ধ্যায় ভাগবৎপাঠ , গীতা পাঠ, অখণ্ড নামসংকীর্তনের আয়োজন করা হয়েছে। পরমপুরুষ শ্রীশ্রী ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ। তাঁর বিশেষ আহ্বানে বেশ কয়েকবার সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব মঠে নামগান করেছেন। এখানে ২৮ মার্চ বৃহস্পতিবার মঠ মঞ্চে সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব রচিত বিরহিনী অভিনীত হবে। পরিচালনায় ওঙ্কারনাথ সংস্কৃতি সংঘ। ব্যবস্থাপনায় সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়।

সুন্দরম নৃত্য মহোৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটি ঐকতান মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জাতীয় সুন্দরম নৃত্য মহোৎসব। আয়োজক সংস্থার পক্ষে ঝংকার কলেজ অব কালচার এবং শ্রী শারদ সম্মান এর পক্ষ থেকে খুদে নৃত্যশিল্পীদের দিয়ে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি সর্বঙ্গীন সুন্দরের রূপ নেয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অর্কদেব ভট্টাচার্য, প্রদীপ কুমার দাঁ, চন্দন সাহা, নৃত্যগুরু কুশল ভট্টাচার্য এবং পুকার ফাউন্ডেশনের পক্ষে সোমনাথ রায় ও দেবারতি রায় প্রমুখ।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে অপহৃত হায়দরাবাদের যুবক

ওয়াশিংটন, ২০ মার্চ: মার্কিন মুলুকে পড়তে গিয়ে অপহৃত হায়দরাবাদের যুবক! মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ চেয়ে ক্রমাগত ফোন আসছে তাঁর পরিবারের কাছে। এমনকী হুমকি দেওয়া হচ্ছে, দাবি মতো টাকা না দিলে নাকি যুবকের কিডনি বেছে দেওয়া হবে। ছেলেকে খুঁজে পেতে শিকাগোর ইন্ডিয়ান কাউন্সিলের দ্বারস্থ হয়েছে নিখোঁজ ছাত্রের পরিবার।

জানা গিয়েছে, বছর পঁচিশের ওই যুবকের নাম আবদুল মহম্মদ। তিনি হায়দরাবাদের বাসিন্দা। গত বছরের মে মাসে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের জন্য আমেরিকার ওহিওয়ের ক্লিভল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছিলেন। নিখোঁজ ছাত্রের পরিবারের দাবি, গত ৭ মার্চ থেকে আবদুল তাঁদের সঙ্গে কোনও কথা বলেননি। এর মধ্যেই গত সপ্তাহে আবদুলের বাবা মহম্মদ সালিমের কাছে একটি অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন আসে। তাঁকে জানানো হয়, ক্লিভল্যান্ডের ড্রাগ বিক্রেতারা আবদুলকে অপহরণ করেছে। তারপরই তাঁর কাছে এক লক্ষ টাকার মুক্তিপণ চাওয়া হয়। এবং হুমকি দেওয়া হয় টাকা না দিলে তাঁর ছেলের একটি কিডনি ড্রাগ মাফিয়াদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হবে। কিন্তু কীভাবে টাকা পাঠাতে হবে তা জানানো হয়নি।

এই ফোন পেয়েই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে আবদুলের পরিবার। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ করেন আমেরিকায় থাকা আত্মীয়দের সঙ্গে। তাঁরা ক্লিভল্যান্ড থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত নেমেছে পুলিশ। নিখোঁজ ছেলে দ্রুত খুঁজে পাওয়ার জন্য শিকাগোর ইন্ডিয়ান কাউন্সিলের কাছেও লিখিত জমা দিয়েছে পরিবার।

উল্লেখ্য, চলতি মাসেই আমেরিকায় খুন হয়েছিলেন পারুচুরি অভিজিৎ নামে এক ভারতীয় ছাত্র। একটি গাড়ির মধ্যে থেকে উদ্ধার হয়েছিল বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই পড়ুয়ার দেহ। অভিজিৎকে নিয়ে মাত্র আড়াই মাসের মধ্যে মার্কিন মুলুকে ৯ জন ভারতীয় এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে। ফলে বারবার প্রশ্নের মুখে পড়ছে আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের নিরাপত্তা। এবার খবর মিলল আরেক ভারতীয় ছাত্রের নিখোঁজ হওয়ার।

পাকিস্তানের খনিতে ভয়াবহ ধস, অন্তত ১২ জনের মৃত্যু

পাকিস্তান, ২০ মার্চ: কয়লাখনিতে ধস নেমে পাকিস্তানে মৃত্যু হল অন্তত ১২ জনের। আচমকাই মিথেন গ্যাস বেরতে শুরু করায় খনিতে বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে ভূপৃষ্ঠের ৮০০ ফুট নিচে আটকে পড়েন খনির শ্রমিকরা। কোয়েটা থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

বালোচিস্তানের চিফ ইনস্পেক্টর আবদুল ঘানি বালোচ জানিয়েছেন, ১২টি দেহই উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে দুর্ঘটনা ঘটে। তখনই দুটি দেহ উদ্ধার করা হয়। পরে সকালে ফের উদ্ধারকাজ শুরু করা হয়। তখন উদ্ধার করা হয় বাকি ১০টি দেহ। সেই সঙ্গেই তিনি জানিয়েছেন, মিথেন গ্যাস বেরতে শুরু করেছিল আচমকাই। আর তার ফলেই ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ একটি বিবৃতি পেশ করে দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন।

জানা গিয়েছে, আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধার করতে গিয়ে তাঁদের সতীর্থ আরও ৮ জনও খনির ভিতরে আটকে পড়েছিলেন। পরে তাঁদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে ২০১৮ সালের মে মাসে ওই অঞ্চলে এমনই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। মৃত্যু হয় ২৩ জনের। আহত হন ১১ জন। সেবারও গ্যাস নির্গত হওয়ার ফলেই ঘটে গিয়েছিল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

সুখী দেশের তালিকার শীর্ষে ফের ফিনল্যান্ড

হেলসিঙ্কি, ২০ মার্চ: সুখীতম দেশ হিসেবে ফের শীর্ষে ফিনল্যান্ড। বিশ্বে ১৪৩টি দেশের তালিকায় ১২৮ তম স্থানে রয়েছে ভারত। রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্ট বলছে, ভারতের চেয়ে অনেক বেশি খুশি পাকিস্তানের মানুষ! তালিকার শীর্ষে যথারীতি ফিনল্যান্ড। এই নিয়ে টানা সপ্তম বার তালিকার এক নম্বরে নিজেদের স্থান ধরে রাখল তারা। এদিকে ভারতের গতবারের অবস্থান ছিল ১৩৬ নম্বরে। দশ ধাপ উঠে এল নয়াদিল্লি। এক দশকের বেশি সময় ধরে এই তালিকা প্রকাশ করছে রাষ্ট্রসংঘ। সুখী দেশগুলির তালিকায় প্রথম পাঁচে রয়েছে ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড, সুইডেন ও ইজরায়েল।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২১ মার্চ ২০২৪ ৭ চৈত্র ১৪৩০ বৃহস্পতিবার

বিল্ডিং বিভাগের আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক, কড়া বার্তা মেয়রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গার্ডেনরিচের নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে পড়ার পরই বিল্ডিং বিভাগের সমস্ত আধিকারিক এবং ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। জানা গিয়েছে, সেই বৈঠকে বেআইনি নির্মাণ প্রসঙ্গে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন ফিরহাদ। তিনি আধিকারিকদের স্পষ্ট বার্তা দেন, কারও কাছে মাথা নত না করার। সঙ্গে এও বলেন,'অনেক হয়েছে। কোনও রাজনৈতিক নেতা হোক বা প্রভাবশালী ব্যক্তি হোক, কারও কাছে মাথা নত করবেন না।'

এদিকে বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনার জেরে যে আধিকারিকদের শোকজ করা হয়েছিল, এ বার সেই আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করতে চলেছে কলকাতা পুরসভা।

পুর প্রশাসন সূত্রে খবর, এক জন এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এক জন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং এক জন সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে এই তদন্ত হবে। এই তিন আধিকারিককে সোমবার শোকজ করেছিল কলকাতা পুরসভা। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের জবাব দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

সূত্রের খবর, এদিন ফিরহাদ বলেন, 'আমরা যারা নির্বাচিত হই, তারা তো পাঁচ বছরের জন্য। আজ আছি, কাল চলে যাব। কিন্তু আপনাদের পূর্ণ মেয়াদের জন্য থাকতে হবে। আমি নিজে বললেও কোনও বেআইনি নির্মাণে অনুমোদন দেবেন না। কোনও কেউকেটার কাছে মাথা নত করবেন না।' একইসঙ্গে কোনও নির্মাণ বেআইনিভাবে হয়ে থাকলে, সেগুলি দ্রুত ভেঙে ফেলার নির্দেশও দেন ফিরহাদ হাকিম। পাশাপাশি এও বলেন, 'কোনও নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতে হবে না।'

সূত্রে এ খবরও মিলছে, এদিন বিল্ডিং বিভাগের শোকজ হওয়া আধিকারিকদের মধ্যে এক আধিকারিককে বৈঠকের মাঝে উঠে দাঁড়াতে বলেন মেয়র। রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে মেয়র তাঁকে বলেন, 'আপনার ত্রুটি এবং গাফিলতির জন্য এতজন লোক মারা গেল। হয় আপনি অপদার্থ নয়তো আপনি চোর। আপনার গাফিলতির জন্য যে ঘটনা ঘটে গেল, তাতে আমাকে লোকে চোর বলছে। এটা আমি শুনতে চাই না। আপনি উল্টোদিকের বাড়িতে নোটিস লাগালেন, কিন্তু যে বাড়ি, যেটা বেআইনি, সেটাতেই নোটিস দিলেন না? নোটিস দিলেন না বলেই এত বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল।'

এদিনের বৈঠক থেকে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নির্দেশ, বরো স্তরের বিল্ডিং বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার ও অফিসারদের রাস্তায় নামার। আর রাস্তায় বেরিয়ে কোথায় কোথায় বেআইনি নির্মাণ হয়েছে, সেই তালিকা তৈরিও করতে হবে তাঁদের। এরপর তা তুলে দিতে হবে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে। ওই তালিকা পাওয়ার পর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কলকাতা পুরনিগমের কমিশনারের সঙ্গে কথা বলবেন।

তারপর পুরনিগমের কমিশনার কলকাতা পুলিশের কমিশনারের সঙ্গে কথা বলবেন ও নির্মাণ ভাঙার ব্যবস্থা করা হবে। সূত্রে এও জানা যাচ্ছে, বৈঠকে ফিরহাদ বলেন, 'আমি মেনে নেব না। এটা আমি কড়া ভাষায় জানিয়ে দিলাম। একটা বিষয় আমি পরিষ্কার করে দিতে চাই, আইন সবাইকে মানতে হবে। বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত আইন কড়াভাবে লাগু করতে হবে।'

গার্ডেনরিচে বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। ওই ঘটনার পর মঙ্গলবার ১৫ নম্বর বরোর প্রায় সব ইঞ্জিনিয়ারদের বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

'ফাসা হুয়া হ্যায়, মুঝে নিকালো' ফোনে বলেছিলেন শেরু নিজামি

দু'দিন কেটে গেলেও খোঁজ নেই 'চাচা'-র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাঁচানোর আকুতি নিয়ে গার্ডেন রিচের শেরুর ফোন এসেছিল রবিবার মধ্যরাতে। 'ফাসা হুয়া হ্যায়, মুঝে নিকালো।' ফোনে এটুকুই বলতে পেরেছিলেন গার্ডেনরিচের বাসিন্দা ব্যবসায়ী শেরু নিজামি। তারপর ২ দিন কেটে গিয়েছে। তৃতীয় দিনেও আতিপাতি করে খুঁজে ধ্বংসস্তূপ থেকে তাঁর খোঁজ মেলেনি। ফোনও বন্ধ। এখনও কি আর তার শরীরে প্রাণ আছে? মিরাক্যালের আশায় আল্লার দোয়া চাইছে শেরুর পরিবার।

বুধবারও চলেছে উদ্ধারকাজ। সরানো হয়েছে ধ্বংসস্তূপ। ছবি: অদিতি সাহা

মঙ্গলবার আরও এক নিথর দেহের খোঁজ পাওয়ার পর, এলাকার শেরু চাচা কী অবস্থায়, সেই প্রশ্নই এখন ঘুরছে পরিজনদের মনে। রবিবার রাত ১২টা নাগাদ গার্ডেনরিচের ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে পড়ে পাশের ঝুপড়ির উপর। বেশ কয়েকটি টালির চালের বাড়ি গুঁড়িয়ে যায়। অনেকে চাপা পড়েন। সেই ঘটনায় মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতও হয়েছেন অনেকে। ওই রাতেই ঘটনাস্থলে যান কলকাতা পুরসভার মেয়র তথা এলাকার বিধায়ক ফিরহাদ হাকিম, দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। পরের দিন যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই ঘটনায় কলকাতা পুরসভার দিকে আঙুল উঠেছে। পুরসভার তরফে পদক্ষেপও করা হয়েছে। কিন্তু মহল্লার বাসিন্দাদের দাবি, পুরসভার ও মন্ত্রীর টনক যদি আগে নড়ত তাহলে হয়তো এতগুলো প্রাণ যেত না। আর শেরু চাচা! আল্লার দোয়া চাইছেন গার্ডেনরিচবাসী। আশা-আশঙ্কার দোটানায় কাঁপছে বুক। যদিও ঘটনার ২ দিন পেরিয়ে যাওয়ার পর শেরু নিজামিকে নিয়ে আশার চেয়ে আশঙ্কাই বাড়ছে।

গার্ডেন রিচে মৃত-আহতদের পরিবারের জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণে কি বিধি ভঙ্গ!

মুখ্যসচিবের কাছে রিপোর্ট তলব কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গার্ডেন রিচে বহুতল ভেঙে মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। আহত অনেকে। মৃত ও আহতদের পরিবার পিছু ৫ লক্ষ ও ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছেন কলকাতা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক ফিরহাদ হাকিম। দেশে লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পর এই সাহায্যের কথা নির্বাচনি বিধির পরিপন্থী বলে অভিযোগ তুলে কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে বিজেপি।

এবার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা জানান অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগী। বিজেপি চিঠিতে কমিশনকে লিখেছে, আদর্শ আচরণবিধি চালু হওয়ার ৪৮ ঘণ্টা কাটার আগেই তা ভেঙেছেন মেয়র ফিরহাদ। তিনি নির্বাচন সংক্রান্ত আদর্শ আচরণবিধি ভেঙে নিহতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা এবং আহতদের এক লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেন। এই প্রেক্ষিতে কমিশন কি কোনও পদক্ষেপ করেছে?

বুধবার সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অরিন্দম জানান, এ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবের কাছে রিপোর্ট চেয়েছে কমিশন। অন্য দিকে, মঙ্গলবার গার্ডেনরিচের ঘটনায় আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিজেপি নেতা রাকেশ সিংহ। তাঁর বক্তব্য, গার্ডেনরিচে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে কয়েক জনের মৃত্যু হয়েছে। ওই এলাকায় এমন আরও অন্তত ৫০টি বেআইনি নির্মাণ রয়েছে। রাতের অন্ধকারে ওই সব নির্মাণ করা হয়। বুধবার বিষয়টি নিয়ে দ্রুত শুনানি করা হোক। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ এই বিষয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করার অনুমতি দেয়।

তড়িৎ তোপদার আমার অভিভাবক: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ তথা বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা তড়িৎবরণ তোপদার তাঁর অভিভাবক। বুধবার এমনটাই দাবি করলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ অর্জুন সিং। মঙ্গলবার রাতে প্রাক্তন বাম সাংসদ তড়িৎবরণ তোপদারের বাড়িতে গিয়েছিলেন তৃণমূলপ্রার্থী পার্থ ভৌমিক। তৃণমূল প্রার্থীর দাবি, এটা পুরোপুরি তাঁর সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার। তবে এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিদায়ী সাংসদ অর্জুন সিং দাবি করেন, তড়িৎ তোপদার তাঁর অভিভাবক। বাবা মারা যাওয়ার পরে উনি সবসময় অভিভাবক হিসেবে আশীর্বাদ করেন। তড়িৎ বাবুর সঙ্গে তাঁর রাজনীতি বিষয়ক কোনও সম্পর্ক নেই। সাংসদের দাবি, 'ওনার থেকে অনেক কিছু শিখেছি। এতে তো লুকানোর কিছু নেই।'

প্রয়াত সিটু নেতা দিলীপ ভট্টাচার্যের বাড়িতে সমবেদনা জানাতে অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রয়াত বর্ষীয়ান সিটু নেতা দিলীপ ভট্টাচার্য। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। দীর্ঘদিন ধরে তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিলেন।

মঙ্গলবার রাতে ভাটপাড়া পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁকিনাড়ার সুকান্তপল্লির বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানাতে বুধবার বেলায় প্রয়াত সিটু নেতার বাড়িতে যান ব্যারাকপুরের বিদায়ী সাংসদ অর্জুন সিং। প্রয়াত সিটু নেতার বাড়িতে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'রাজনীতির বাইরে ওনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। উনি বামপন্থী ছিলেন। কিন্তু তিনি ডানপন্থী। তথাপি রাজনীতির বাইরে তাদের দাদা ভাইয়ের সম্পর্ক ছিল।' তিনি বলেন, 'উনি অসুস্থ থাকাকালীন একবার ওনার বাড়িতে, আরেকবার ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালেও দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু শেষবার যখন ওনাকে দেখতে এসেছিলাম, তখনই বুঝতে পেরেছিলাম উনি খুব কষ্টে আছেন।'

মৃতের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন ব্যারাকপুরের বিদায়ী সাংসদ।

অন্য দিকে, সিটু নেতার পুত্র সাংসদ অনুগামী দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, বাবা শ্রমিক ইউনিয়ন করতেন। সেই সুবাদে বাবার সঙ্গে সাংসদের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। জুটমিল শ্রমিকদের স্বার্থে ওনারা যৌথ আন্দোলনও করতেন।

ভোটমুখী রাজ্যে বাজেয়াপ্ত মদ ও বিপুল অঙ্কের নগদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়েছে গত শনিবার। তারপর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হল বিপুল অঙ্কের টাকা ও মদ। উদ্ধার হওয়া অর্থ ও মদের দাম যোগ করলে অঙ্কটা ৮১ কোটিরও বেশি, জানিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। স্বাভাবিকভাবেই ভোট শুরুর আগেই এত নগদ ও মদ উদ্ধার হওয়ায় চোখ কপালে উঠেছে নির্বাচনী আধিকারিকদের। জানা গিয়েছে, এর মধ্যে রাজ্যের আবগারি দপ্তর অভিযান চালিয়ে ২১ কোটি টাকার মদ উদ্ধার করেছে। ভোটের বিনিময়ে টাকা কিংবা মদ! নির্বাচনের আগের

রাতে টাকা ছড়িয়ে ভোট কিনে নেওয়ার ট্রেন্ড চলে আসছে বছরের পর বছর ধরে। এবার সেই প্রেক্ষিতেই রাজ্যের ছটি কেন্দ্রকে 'আর্থিক স্পর্শকাতর' বলে ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের স্পর্শকাতর তালিকায় রয়েছে দার্জিলিং, মালদহ উত্তর, মালদহ দক্ষিণ, আসানসোল, বনগাঁ এবং কলকাতা উত্তর কেন্দ্রের নাম।

ভোটের আগে থেকেই এবার কড়া কমিশন। চলছে নজরদারিও। ইতিমধ্যে দিনহাটার অশান্তি নিয়েও মৌখিক রিপোর্ট তলব করেছে কমিশন। পুলিশের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, ঠিক কী ঘটেছিল দিনহাটায়।

শেষ হল এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্টে শেষ হয়েছে এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানি। প্রায় সাড়ে তিন মাস ধরে হাইকোর্টে বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি শব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চে চলল এই শুনানি। শুনানি শেষ হলেও মামলার রায়দান স্থগিত রাখল বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ।

এসএসসি নিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক মামলা দীর্ঘদিন ধরে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল-ডিভিশন বেঞ্চে ঘোরাফেরা করেছে। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, বিচারপতি অমৃতা সিনহা-সহ একাধিক বিচারপতির এজলাসে এই মামলা বিচারাধীন ছিল। পরবর্তী ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এসএসসি সংক্রান্ত নিয়োগ মামলা শুনানির জন্য গঠিত হয় বিশেষ বেঞ্চ।এরপর এই বেঞ্চে গত ৫ ই ডিসেম্বর থেকে শুরু হয় শুনানি। আপাতত রায়দান স্থগিত।নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে এই মামলার শুনানি শেষ কয়েক সপ্তাহ ধরে কার্যত প্রতিদিনই চলে। এদিন বিচারপতি দেবাংশু বসাকের পর্যবেক্ষণ, 'এই নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে ভাল কিছু খুঁজে পাওয়া কঠিন। অতিরিক্ত নিয়োগ সরাসরি বাতিল হাওয়া উচিত।'

আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের সওয়াল, 'এটা সুপরিকল্পিত অপরাধ। ঘোষিত শূন্যপদের থেকেও বেশি সংখ্যক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়েছে। এই অবৈধ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের টাকা নয়ছয় করা হয়েছে। প্রশাসনিক স্তরে যে আধিকারিকরা যুক্ত তাদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করা হোক। এই সব টাকা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হোক। এই মামলার প্রেক্ষিতে আদালত যদি দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ না নেয় তাহলে এই অপরাধপ্রবণতা কমবে না। অপরাধীরা এই ধরনের অপরাধ করতেই থাকবে। এই আদালত তো ওএমআর দেখার সুযোগ দিয়েছিল। কজন এসে বলেছেন যে এই ওএমআর আমার নয়?' এরপরই বিচারপতি বসাক জানান, 'বিধিবদ্ধ সংস্থার আধিকারিকদের জন্য ফৌজদারি মামলা তো আছেই।' তখনই সওয়াল করেন বিতর্কিত চাকরি প্রাপকদের আইনজীবী প্রমিত রায়। তিনি বলেন, 'এসএসসি এবং সিবিআই কেউই বিশ্বাসযোগ্য নয়। আদালত নিজের স্বতন্ত্র সিদ্ধান্তের ওপর বিশ্বাস রাখুক।' এরপরই বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'তাহলে কার ওপর আমরা বিশ্বাস করব?' রায় ঘোষণা স্থগিত রাখা হয়েছে।

সাংবাদিকেরাও এবার ভোট দিতে পারবেন পোস্টাল ব্যালটে, জানাল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার সাংবাদিকেরাও ভোট দিতে পারবেন পোস্টাল ব্যালটে, জানাল নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গে কারা কারা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে এবার তারও একটা তালিকা প্রকাশ করা হল নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে।

কমিশনের তরফ থেকে প্রকাশিত এই তালিকায় রয়েছে মেট্রো রেল, রেল, রাজ্য দুগ্ধ সমবায়, স্বাস্থ্য বিভাগ, পরিবহণ, ট্রাফিক পুলিশ, সংশোধনাগার, আবগারি, ট্রেজারি, তথ্য ও জনসংযোগ দফতর, খাদ্য সরবরাহ দফতর, অ্যাম্বুল্যান্স, পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স ও হোম গার্ড, ফুড সিভিল সাপ্লাই, বিদ্যুৎ, পিডব্লুডি-র কর্মীরা। এছাড়া সংবাদমাধ্যমের কর্মীরাও পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন।

পোস্টাল ব্যালটে ভোট কাদের?

মেট্রো রেল, রেল, রাজ্য দুগ্ধ সমবায়, স্বাস্থ্য বিভাগ, পরিবহণ, ট্রাফিক পুলিশ, সংশোধনাগার, আবগারি, ট্রেজারি, তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর, খাদ্য সরবরাহ দপ্তর, অ্যাম্বুল্যান্স, পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স ও হোম গার্ড, ফুড সিভিল সাপ্লাই, বিদ্যুৎ, পিডব্লুডি-র কর্মীরা। এছাড়া সংবাদমাধ্যমের কর্মীরাও পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন।

ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকে খুব স্বাভাবিকভাবেই চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে প্রশাসনিকমহলে। ভোটে নির্দিষ্ট ডিউটি পড়বে সরকারি কর্মীদের। আইন শৃঙ্খলার কাজে ব্যস্ত থাকবেন পুলিশকর্মীরাও। সেক্ষেত্রে তাঁরা যাতে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেই কারণেই এই পোস্টাল ব্যালটের নিয়ম। অ্যাদিকে এই প্রথম সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের জন্যও আনা হল পোস্টাল ব্যালটের ব্যবস্থা। এতদিন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের জন্য এই ব্যবস্থা ছিল না। তবে এবার যখন কলকাতায় নির্বাচন ফুল বেঞ্চ আসে তখন সাংবাদিকদের তরফে এই আবেদন জানানো হয়। তারপরেই এই সিদ্ধান্ত।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে যে পরিমাণ ভোট পড়ে তা শতাংশের বিচারে খুব সামান্য হলেও, কোনও কোনও সময় সেগুলিই হয়ে হয়ে ডিসাইডিং ফ্যাক্টর। এবারের লোকসভা নির্বাচনে ভোটকর্মীরা ভোট দেবেন দু'টি জায়গায়। এক্ষেত্রে তাঁরা রিটার্নিং অফিসারের দপ্তরে গিয়ে ভোট দিতে পারেন, নয়তো ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেও ভোটদান করতে পারেন।

ইতিমধ্যেই লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। সারা দেশে মোট ৭ দফায় হতে চলেছে নির্বাচন। সেইসঙ্গে রাজ্যেও মোট ৭ দফাতে হবে ভোটগ্রহণ পর্ব। আগামী ১৯ এপ্রিল রয়েছে প্রথম দফার ভোট। দ্বিতীয় দফার ভোট রয়েছে ২৬ এপ্রিল। তৃতীয় দফার ভোট হতে চলেছে ৭ মে। ১৩ মে চতুর্থ দফার ভোট। পঞ্চম দফার ভোট ২০ মে। ২৫ মে হতে চলেছে ষষ্ঠ দফার ভোট। আর ১ জুন ভোট রয়েছে সপ্তম দফার। ভোটের গণনা হতে চলেছে আগামী ৪ জুন।

সম্পাদকীয়

ডিজিটাল দুষ্টচক্রের হাত থেকে মুক্তি পেতে দরকার জনগণের আত্মসচেতনতা

বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'র প্রচার যে ভাবে করা হচ্ছে, তাতে সবাইকে শামিল হতে হচ্ছে, ইচ্ছা বা অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতারণাও বেড়ে চলেছে। প্রতারিত হচ্ছেন সাধারণ নিরীহ মানুষ। নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করছে প্রতারকরা, আর নিত্যনতুন পদ্ধতিতে প্রতারিত হচ্ছি আমরা। এই প্রসঙ্গে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। প্রথমত, আমরা প্রায় প্রতি দিনই নানা রকম ফোন পাই বিভিন্ন কোম্পানি বা ব্যাঙ্কের নাম করে। সেই ফোন আসে কোথা থেকে? আমাদের নম্বর তারা জানতে পারছে কোথা থেকে? শুনেছিলাম এই ফোন নম্বর প্রচুর দামে বিক্রি হয়। এই বিক্রি তা হলে কি ফোন কোম্পানি থেকে হয়? প্রশাসনিক বা সরকারি স্তরে এর কী ব্যবস্থা করা হয়? দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে আবেদন করার সময় যে নথির প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি এই সব জালিয়াতিতে সাহায্য করে থাকতে পারে। তা হলে আমাদের নিরাপত্তা কোথায়? আর এই নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা কী? তৃতীয়ত, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার সময় কোনও ব্যক্তিকে ব্যাঙ্কে উপস্থিত হতে হয় । তদুপরি প্রমাণ কার্ডে স্বাক্ষর থাকে। তা হলে প্রবন্ধে উল্লিখিত ব্যবসায়ীর টাকা খোয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের নথির স্বাক্ষর মেলানো হল না কেন? আধার, ভোটার কিংবা প্যান কার্ডে ছবি থাকে। উপস্থিত ব্যক্তি আর অ্যাকাউন্ট খোলা ব্যক্তি এক হল না কেন; এই অনুসন্ধান করা উচিত ছিল ব্যাঙ্ক কর্মীর। আশা করি, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে নজর দিয়ে আমাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করবে এবং এই চক্রের অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা করে নাগরিকদের সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করবে। সবশেষে, বলি যে, সবচেয়ে বেশি জরুরি নাগরিকের আত্মসচেতনতা।

আনন্দকথা

কিন্তু বাবা, মাহুত নরায়ণ তো তোমায় বারণ করেছিলেন। যদি সবই নারায়ণতবে তার কথা বিশ্বাস করলে না কেন? মাহুত নরায়ণের কথাও শুনতে হয়।' (সকলের হাস্য)

''শাস্ত্রে আছে 'আপো নারায়ণঃ' — জল নারায়ণ। কিন্তু কোন জল ঠাকুর সেবায় চলে; আবার কোন জলে আঁচানো, বাসনমাজা, কাপড়কাচা কেবল চলে; কিন্তু খাওয়া বা ঠাকুরসেবা চলে না। তেমনি সাধু, অসাধু, ভক্ত, অভক্ত — সকলেরই হৃদয়ে নারায়ণ আছেন। কিন্তু অসাধু, অভক্ত, দুষ্ট লোকের সঙ্গে ব্যবহার চলে না। মাখামাখি চলেনা। কারও সঙেগ কেবল মুখের আলাপ পর্যন্ত চলে,আবার কারও সঙ্গে তাও চলে না।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

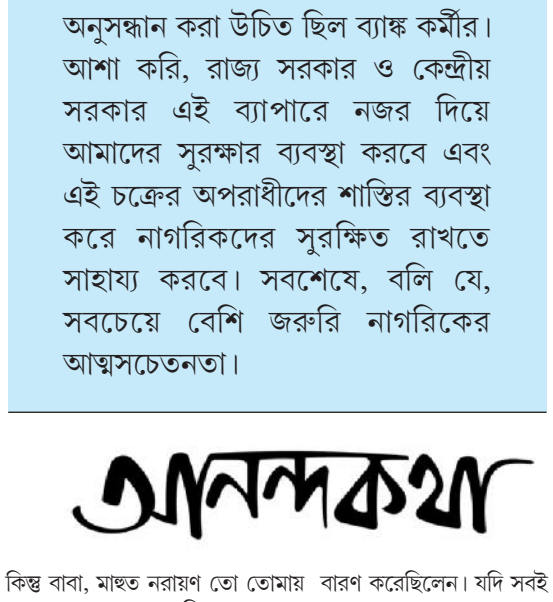

রানি মুখোপাধ্যায়

১৯১৬ *বিশিষ্ট সানাইবাদক বিসমিল্লা খানের জন্মদিন।*
১৯৩৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বুটা সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৭৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রানি মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

আজ ২১ মার্চ, বিশ্ব কবিতা দিবস

এই উপলক্ষে কবিতা দিবস নিয়ে যাবতীয় খুঁটিনাটি তুলে ধরলেন বিশিষ্ট কবি ও কথাসাহিত্যিক **সিদ্ধার্থ সিংহ**

কবিতাকে কাঁটাতারের গণ্ডি দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না

২১ মার্চ। ১৯৯৯ সালে এই তারিখটিকেই বিশ্ব কবিতা দিবসহিসেবে ঘোষণা করে ইউনেস্কো।

ঘটা করে এই দিনটি উদযাপনের উদ্দেশ্যই হল বিশ্বব্যাপী কবিতা পাঠ, কবিতা লেখা, কবিতার বই প্রকাশ এবং কবিতা সংক্রান্ত যাবতীয় খুঁটিনাটিকে উৎসাহিত করা। অর্থাৎ '২১ শে মার্চ' দিনটি হল বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মূলত কবি এবং কবিতা পাঠকদেরই দিন।

১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো এই দিনটি ঘোষণা করলেও কলকাতায় এই দিনটি প্রথম উদযাপিত হয় তার প্রায় ২০ বছর পরে ২০১৯ সালে। আয়োজন করেছিল ভাষানগর পত্রিকা। তার পর থেকেই ভারতের নানান জায়গায় বিশ্ব কবিতা দিবস উদযাপন করার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। মহাধুমধাম করে পালন করার হিড়িক পড়ে গেছে বাংলাদেশেও, বিশেষ করে ঢাকায়।

রাষ্ট্র সংঘের ইউনেস্কোর ডিরেক্টর জেনারেল ইরিনা বোকোভা বিশ্ব কবিতা দিবস ঘোষণা করার সময় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, '...the men and women whose only instrument is free speech– who imagine and act– UNESCO recognizes in poetry its value as a symbol of the human spiritós creativity. By giving form and words to that which has none – such as the unfathomable beauty that surrounds us– the immense suffering and misery of the world– poetry contributes to the expansion of our common humanity– helping to increase its strength– solidarity and self-awareness.'

অপর পক্ষে বার্নার্ড শ' কবিতার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন, 'মানুষ কথায় যা প্রকাশ করতে পারে না, তা প্রকাশ করে গানে, আর গানেও যা প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তা প্রকাশ করে কবিতায়।'

কবিতার যখন 'ক'ও সৃষ্টি হয়নি, আদিম গুহামানবেরা তখন গুটিকয়েক শব্দ সৃষ্টি করে অপার বিস্ময়ে নিজেরাই কান পেতে শুনত সেই ধ্বনী। শুনত বাতাসের শোঁ শোঁ। পাখিদের কলকাকলি। বৃষ্টির টাপুর টুপুর। আর মুগ্ধ হয়ে দেখত তার চারপাশকে। প্রকৃতিকে।

একদিন জানা-অজানা শব্দের মৌলিক ধ্বনী পর পর সাজিয়ে তারা চেয়েছিল মনের আকুলিবিকুলি ভাবটা অন্য আর একজনকে বোঝাতে। চেয়েছিল গুহার দেওয়ালে ইচ্ছে মাফিক আঁকিবুকি কাটতে। কাটতও। সেগুলোই পরে একটু কাটছাঁট করে অক্ষর হিসেবে স্বীকৃতি পেল। সেই অক্ষরই সাজিয়ে তুলল কবিতা।

কবিতা লিখতে হলে সবার প্রথমে যে জিনিসটি প্রয়োজন, তা হল কবিতার প্রতি অগাধ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। কোনও কিছু ভাল না বাসলে তাকে জয় করা যায় না। তার পর যে বিষয়টি আসে তা হল ভিতরকার তাগিদ। লিখতে গেলে একটা আভ্যন্তরিক তাগিদ থাকা দরকার। এই তাগিদটাই এক সময় মানুষকে দিয়ে কবিতা লিখিয়ে নেয়। তখন কবিতা না লিখলেই নয়।

কবিতা লেখা শুরু করাটা যতটা সহজ, তাকে ধরে রাখাটা ঠিক ততটাই কঠিন। আর সেই কবিতায় সাফল্য পাওয়ার জন্য প্রয়োজন একনিষ্ঠ সাধনা।

না, কবিতা লেখার জন্য কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কোনও বিশেষ অনুভূতি, কোনও বিশেষ কল্পনা যখন মনের মতো কয়েকটা কথা বা শব্দ খুঁজে পায়, তখনই বোঝা যায় যে, কবিতা আসছে ধীরলয়ে, সৃষ্টি হচ্ছে মনের ভিতরে এক ছন্দময় বা ছন্দহীন বুনন। শব্দের কারিকুরি।

কবিতা আগে আসে মনে। তার পর রূপ পায় অক্ষরে। লেখায়। এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটি বিখ্যাত উদ্ধৃতি আছে। তিনি লিখেছিলেন, Poetry takes its origin from emotions recollected in tranquility.

অসাধারণ ব্যাখ্যা। এটা ভাবতে ভাবতেই হয়তো কবিতা এসে নাড়া দেবে মনে। আর যখন নাড়া দেবে, তখনই লিখে ফেলতে হবে কবিতা। যে ভাবে আসছে ঠিক সে ভাবেই। নির্ভয়ে, লজ্জা না করে। আনন্দে। লেখার পর ভাল না লাগলে, ছিঁড়ে ফেলো। দরকার হলে আবার লেখো। সব সময় মনে রাখতে হবে, এক তাল কাদার হয়তো কোনও দাম নেই, তবে মূর্তি তৈরি করতে গেলে কিন্তু সেই কাদারই প্রয়োজন।

সৈয়দ শামসুল হক একটা কথা বলেছিলেন, কবিতার দুটো অংশ। প্রথমটা একজন শিল্পীর, দ্বিতীয়টা একজন মিস্ত্রির। শিল্পীর কল্পনা, চিন্তা, দৃষ্টি যদি থাকে তা হলে আগে লিখুন। তার পর মিস্ত্রির চোখ, বিদ্যা, অভিজ্ঞতা ও কবিতার ইতিহাসের লেন্স দিয়ে সেটাকে ঠিকঠাক করুন।

প্রাচীন রোমান কবি কুইন্টাস হোরাটিয়াস ফ্লাক্কাস, যিনি হোরেস নামেই বেশি পরিচিত, তিনি সব সময় তাঁর শিষ্যদের বলতেন, 'তোমরা যদি কখনও কিছু লেখো, তা হলে তা সমালোচক মাইসিয়াস, তোমার বাবা ও আমাকে শোনাবে। তার পর কাগজগুলোকে ন'বছরের জন্য দূরে সরিয়ে রাখবে। কারণ যেটা কোনও পত্রিকায় প্রকাশ করোনি, তা যে কোনও সময় নষ্ট করতে পারবে। কিন্তু একবার প্রকাশিত হয়ে গেলে তাকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না।'

তাই কবিতা লেখা হয়ে গেলে ফেলে রাখুন। ভুলে যান যে আপনি একটা কবিতা লিখেছিলেন। তার পর এক সপ্তাহ বা এক মাস কিংবা ছ'মাস পরে আবার সেই কবিতাটা নিয়ে বসুন। মন দিয়ে পড়ুন। তখন দেখবেন সেই কবিতাটিই হয়তো কাটাছেঁড়া করে আপনি নিজেই আপাদমস্তক পালটে ফেললেন।

কবিতা লেখার জন্য একজন কবিকে যেটার ওপর লক্ষ্য রাখতে হয়, সেটা হল — ছন্দ। কবিতা লেখার অন্যতম প্রধান শর্তই হল ছন্দ ঠিক রাখা। অনেক ধরনের ছন্দ রয়েছে। যেমন, মাত্রাবৃত্ত ছন্দ, অক্ষরবৃত্ত ছন্দ, গদ্যছন্দ... গদ্য ছন্দ ছাড়া সব ছন্দেরই সুনির্দিষ্ট পর্ব ও মাত্রা থাকে। যে কবিতা যে ছন্দেই লিখুন না কেন, সেই কবিতার ক্ষেত্রে শুরু থেকে শেষ অবধি কিন্তু সেই ছন্দটাই ঠিকঠাক মেনে চলতে হবে।

প্রাচীন রোমে কবিদের ভ্যাটিস/ ভাটেস (vates) বলা হতো। এর অর্থ হচ্ছে নবী/ বিশেষ দূত। বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটো, এরিস্টটল কবিতা নিয়ে দর্শন দিয়ে গেছেন। হিন্দু পুরাণে বিদ্যার দেবী সরস্বতী তাঁর প্রথম সন্তান স্বরূপ ব্রহ্মার কাছে কাব্য চেয়েছিলেন।

পৃথিবীর প্রতিটি সভ্যতায়, দর্শনে কবিতাকে স্থান দেওয়া হয়েছে সবার ওপরে। জীবনানন্দ দাশের কথায়, 'সবাই কবি নয় কেউ কেউ কবি।'*

আমাদের ভাষা গড়ে ওঠার অনেক আগেই কিন্তু কবিতার আবির্ভাব। তবুও সব থেকে দেরিতে শুরু হল — কবিতা দিবস। মানে, বিশ্ব কবিতা দিবস।

ইউনেস্কোর অধিবেশনে এই দিনটি ঘোষণা করার সময় বলা হয়েছিল, 'এই দিবস বিভিন্ন আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কবিতা আন্দোলনগুলোকে নতুন করে স্বীকৃতি ও গতি দান করবে।'

আগে, বহু আগে, মানে ইউনেস্কোর 'বিশ্ব কবিতা দিবস' ঘোষণার অনেক আগে, অক্টোবর মাসে বিশ্ব কবিতা দিবস পালন করা হত। প্রথম দিকে কখনও কখনও ৫ অক্টোবর এই উৎসব পালিত হলেও বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রোমান মহাকাব্যের রচয়িতা ও সম্রাট অগস্টাসের রাজকবি ভার্জিলের জন্মদিন উপলক্ষে ১৫ অক্টোবর এই দিনটি পালন করা শুরু হয়।

এখনও অনেক দেশে অক্টোবর মাসেই জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কবিতা দিবসল পালন করা হয়। এই দিবসের বিকল্প হিসেবে অক্টোবর অথবা নভেম্বর মাসের যে কোনও একটা দিন কবিতা দিবস হিসেবে পালনেরও প্রথা আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় অবশ্য এই দিনটি পালিত হয় এপ্রিল মাসে।

আসলে কবিতাকে কোনও দেশের কাঁটাতারের গণ্ডি দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না। কবিতার কোনও সীমানা নেই। কবির কোনও নিজস্ব দেশ নেই। কাল নেই। সারা পৃথিবী জুড়েই কবিতার মানচিত্র। আর সেই মানচিত্রে যখনই কোনও কবি দ্রোহ, প্রেম, বিপ্লব, প্রতিবাদ কিংবা মানুষের ন্যায়সঙ্গত দেনাপাওনার, মিলনের অভিব্যক্তি শৈল্পিক সৃষ্টিতে প্রকাশ করেন, তখনই তা সারা বিশ্বের জনগণের সম্পদ হয়ে ওঠে।

তাই পাবলো নেরুদা পশ্চিম গোলার্ধের কবি হয়েও তিনি আমাদের পূর্ব গোলার্ধেরও কবি। তাই রবীন্দ্রনাথ, হোমার, শেক্সপিয়ার আমাদের সকলের কবি।

তাই রাষ্ট্রসঙ্ঘে দাবি উঠেছিল, বছরের একটা বিশেষ দিনকে 'বিশ্ব কবিতা দিবস' হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য। আর এই দাবি জোরালো গলায় প্রথম তুলেছিল আমেরিকা।

তবে ইউনেস্কোর ঘোষণার পরে এখন গোটা বিশ্ব জুড়েই একুশে ফেব্রুয়ারির মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের মতো একুশে মার্চই বিশ্ব কবিতা দিবস হিসেবে সব জায়গায় পালন করা হচ্ছে।

প্রাচীন রোমান কবি কুইন্টাস হোরাটিয়াস ফ্লাক্কাস, যিনি হোরেস নামেই বেশি পরিচিত, তিনি সব সময় তাঁর শিষ্যদের বলতেন, 'তোমরা যদি কখনও কিছু লেখো, তা হলে তা সমালোচক মাইসিয়াস, তোমার বাবা ও আমাকে শোনাবে। তার পর কাগজগুলোকে ন'বছরের জন্য দূরে সরিয়ে রাখবে। কারণ যেটা কোনও পত্রিকায় প্রকাশ করোনি, তা যে কোনও সময় নষ্ট করতে পারবে। কিন্তু একবার প্রকাশিত হয়ে গেলে তাকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না।' তাই কবিতা লেখা হয়ে গেলে ফেলে রাখুন। ভুলে যান যে আপনি একটা কবিতা লিখেছিলেন। তার পর এক সপ্তাহ বা এক মাস কিংবা ছ'মাস পরে আবার সেই কবিতাটা নিয়ে বসুন। মন দিয়ে পড়ুন। তখন দেখবেন সেই কবিতাটিই হয়তো কাটাছেঁড়া করে আপনি নিজেই আপাদমস্তক পালটে ফেললেন।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আর্থিক সেনসেটিভ জোন ঘোষণা কমিশনের

বিধি ভেঙে টাকা বিলির অভিযোগ তৃণমূলের বিধায়কের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: রাজ্যের বেশ কিছু লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রকে অর্থনৈতিক সেনসেটিভ জোন হিসাবে ঘোষণা করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন বিধিভঙ্গ করে টাকা বিলি করার অভিযোগ উঠল পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বিরুদ্ধে।

মঙ্গলবার কুলটির ডিসেরগড়ে পীর বাবার একটি মাজারে গিয়েছিলেন বিধায়ক তথা তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সেখানে তিনি চাদরও চড়ান। এরপরই দেখা যায় মাজার চত্বরে থাকা বেশ কিছু মানুষদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী টাকা বিলি করছেন। আর বিধায়কের টাকা বিলির ছবি ফেসবুকে ভাইরাল হয়ে যায় মুহূর্তে। এই ঘটনায় বিরোধীরা অভিযোগ করছে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট ভেঙে টাকা দিয়ে মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। যদিও বিধায়ক এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে বিজেপি এবং কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্ব।

পশ্চিম বর্ধমানের বিজেপির জেলা সভাপতি বাপ্পা চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, শুধু লোকসভা ভোটে নয় এর আগে পঞ্চায়েত ভোট এবং লোকসভা ও নির্বাচনে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কয়লা বালি ও গোরু পাচারের টাকা বিলি করেছেন এলাকায়। মানুষজনকে তৃণমূলের ভোট দেওয়ার জন্য হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। এটা তাঁর বরাবরেরই স্বভাব বিজেপি এই টাকা বিলির ঘটনা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাবে। কংগ্রেস নেতা দেবেশ চক্রবর্তী জানান, নিন্দনীয় ঘটনা। নির্বাচন কমিশনের কাছে নালিশ জানাবেন।

শাশুড়িকে হাত-পা বেঁধে পাথর ইট চাপা দিয়ে শাস্তির অভিযোগ বউমার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বৃদ্ধা শাশুড়িকে শাস্তি দিতে হাত-পা বেঁধে শরীরে পাথর ও ইট চাপা দিয়ে রাখার অভিযোগ উঠল বউমার বিরুদ্ধে। যদিও গুণধর বউমা বিষয়টিকে শাস্তি নয়, চিকিৎসকের নিদান বলে দাবি করলেও মানতে চাননি এলাকার মানুষ। কোনও চিকিৎসক এমন নিদান দিয়েছেন তাও জানাতে পারেননি বউমা। এমন এক বেদনাদায়ক ও অমানবিক ঘটনার ভিডিও ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ছড়ায় চাঞ্চল্য। যদিও এই ভিডিও ফুটেজের সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন' পত্রিকা।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয় কাউন্সিলর, বিষয়টি জানতে চাইলে অভিযুক্ত বউমা ঝর্না দাসের দাবি, 'চিকিৎসকের কথায় এই কাজ করেছি, এটা কোনও মতেই শাস্তি নয়।' যদিও বা কোনও চিকিৎসকের পরামর্শেই কাজ করেছেন তিনি তা জানাতে পারেননি, বিষয়টি জানাজানি হতেই সন্ধ্যা থেকে কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় জমাতে শুরু করে নবদ্বীপ পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতাপনগর শিমুলতলা এলাকায়। এত মানুষজন দেখে বিষয়টি তাঁর

ভুল হয়ে গিয়েছে বলে জানান বউমা ঝর্না দাস। বৃদ্ধার এমন অবস্থা দেখে প্রতিবেশী এক মহিলা ওই বৃদ্ধাকে উদ্ধার করায় গুণধর বউমা তাঁর ওপর খরগহস্ত হন বলে অভিযোগ প্রতিবেশীর। একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে এমন এক অমানবিক ঘটনায় হতবাক সভ্য সমাজ। তাও আবার চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপে।

নির্বাচনী প্রচারে আজই বহরমপুরে আসছেন তৃণমূলের নবীন প্রার্থী ইউসুফ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: বৃহস্পতিবারই বহরমপুর ঢুকছেন বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা জাতীয় দলের প্রাক্তন অলরাউন্ডার ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান। সেলিব্রিটি প্রার্থীর বহরমপুরে থাকার বন্দোবস্ত করে ফেলেছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। যদিও প্রার্থীর নিরাপত্তাজনিত কারণে এখবই তা সামনে আনতে চায়নি তৃণমূল। তৃণমূল সূত্রে খবর, বহরমপুর শহরের লালদিঘি পাড় এলাকার একটি বিলাশবহুল ফ্ল্যাট বাড়ি ঠিক করা হয়েছে।

এদিকে তৃণমূল প্রার্থী নিজের কেন্দ্রে প্রচারে আসার আগেই তৃণমূল নেতৃত্ব ভরতপুরের বিদ্রোহী বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের সুর নরম করতে পেরেছে। সুর নরম করে ইউসুফ পাঠানের হয়ে প্রচারে রাজি হয়েছেন হুমায়ুন কবীর। গত ১০ মার্চ ব্রিগেডের সভা থেকে বহরমপুর কেন্দ্রে ইউসুফ পাঠানের নাম ঘোষণা করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন থেকেই মুর্শিদাবাদের ক্রীড়া প্রেমী সহ বিভিন্ন মহল ইউসুফ পাঠানকে কাছ থেকে দেখার জন্য মুখিয়ে ছিলেন। অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে বিরোধী দলের সমর্থকরাও ইউসুফকে দেখার জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছেন। যুব সমাজ কার্যত ইউসুফের সঙ্গে সেলফি তোলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। অবশেষে গুজরাত থেকে বহরমপুরে আসছেন ইউসুফ। বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেন, বহরমপুর আসছেন ইউসুফ। থাকার জায়গাও চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রার্থী চাইলে বিকল্প ব্যবস্থাও করা হবে। তবে এখনই থাকার জায়গায় নাম সামনে আনতে দলীয় স্তরে মানা রয়েছে। বৃহস্পতিবার কর্মীদের সঙ্গে পরিচয় পর্ব সেরেই অধীরের পিচে ব্যাটিং বোলিং নিয়ে নামবেন ইউসুফ পাঠান।

অন্যদিকে বহরমপুর কেন্দ্রে ইউসুফ

পাঠানের নাম ঘোষণা হতেই বেঁকে বসে বিদ্রোহ ঘোষনা করেছিলেন হুমায়ুন কবীর। দলের মুর্শিদাবাদ জেলা পর্যবেক্ষক ফিরহাদ হাকিম এসেও চিড়ে ভেজাতে পারেননি। ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে একান্ত বৈঠক থেকে বেরিয়ে হুমায়ুন বলেছিলেন, যে সমস্যা সমাধান করতে পারে না তার কথা মানি না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলবেন তাই শুনব। হুমায়ুনের মন্তব্যে দলের অন্দরে অস্বস্তি বেড়েছিল। অবশেষে সেই অস্বস্তির মেঘও কাটল। শুধু তাই নয়, তৃণমূল প্রার্থী জেলায় আসার আগেই দলে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

ভারত-বাংলাদেশ গাবড্ডা সীমান্তে গ্রামবাসীদের ওপর বিএসএফের হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: গ্রামবাসীদের ওপর সীমান্ত রক্ষীবাহিনী হামলার ঘটনা অব্যাহত। এবারের ঘটনা উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের স্বরূপনগরে। অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে বসিরহাটের স্বরূপনগর থানার গাবড্ডা সীমান্ত মহিলা ও গ্রামবাসীদের ওপর বিনা কারণে চড়াও হয় বিএসএফ। পাচারকারী সন্দেহে দু'জনকে বেধড়ক মারধর করেছে সীমন্ত রক্ষির বাহিনীর জওয়ানরা। এতেই ক্ষেপে যায় গ্রামবাসী। তাদের আরও অভিযোগ প্রতিবাদ করতে গেলে জওয়ানরা এলোপাথারি মারধর করে। তাদের বিরুদ্ধে মিছিল করেন সীমান্তের মহিলারা। জওয়ানদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভও দেখায় গ্রামের সাধারণ মানুষ। তাদের দাবি বিনা দোষে গ্রামবাসীদের উপরে অত্যাচার চালিয়েছে বিএসএফ। তাই তাদের ক্ষমা চাইতে হবে গ্রামবাসীদের কাছে। যে বিএসএফ জওয়ানরা অন্যায়ভাবে গ্রামবাসীদের মারধর করেছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিরও দাবি জানিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। ১০২ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ক্যাম্প রাতেই ঘিরে রাখে গ্রামবাসীরা। মহিলাদের মারধর করেছে বিএসএফ, এমনকী মহিলাদের

হাতের শাখা ভেঙে দিয়েছে এমনটাই অভিযোগ গ্রামের মহিলাদের। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। বসিরহাট পুলিশ জেলার সুপার হোসেন মেহেদী রহমান জানান, ঘটনায় আক্রান্তদের পক্ষ থেকে একটা অভিযোগ দায়ের হয়েছে। আমরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি। এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]

রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স গ্লুমি ভিনকম প্রা. লি. (CIN : U51109WB1994PTC065772), ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস ৬৯, বড়তলা স্ট্রিট ৫ম তল, কলকাতা, পব-৭০০০০৭ সম্পর্কিত
....**দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ৮ মার্চ ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীন **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, চেন্নাই অধিক্ষেত্র অধীন **"তামিলনাড়ু রাজ্যে"** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে তামিলনাড়ু রাজ্যে পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
গ্লুমি ভিনকম প্রা. লি.
অশোক এম জৈন
(ডিরেক্টর)
ডিন : ০৩১০২৬৬২

তারিখ : ২১.০৩.২০২৪
স্থান : কলকাতা

SBI — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের [৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ০৯.০৪.২০২৪
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ০২.০৪.২০২৩
বায়না জমা দাখিল (ইএমডি) সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ হারে ডাকদাতার ওয়ালেটের মাধ্যমে যা মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত ই-অকশন সাইট https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp মাধ্যমে আরটিজিএস/ এনইএফটি দ্বারা স্থানান্তর/দাখিল করতে হবে। আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিটক প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম শেষ হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক ইএমডি ক্রেডিট স্বীকৃতি দেওয়া হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি'র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে গৃহীত এবং আপডেট ইনফরমেশনের ভিত্তিতে ই-নিলাম ওয়েবসাইটে দেখার পরই। এই প্রক্রিয়া ব্যাঙ্কের প্রক্রিয়ার কারণে কিছুটা সময় লাগতে পারে ফলে ডাকদাতাগণকে তাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের সমস্যা এড়াতে যথেষ্ট পূর্বে দাখিল পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ০৯.০৪.২০২৪ তারিখে** সকাল ১১টা বিকেল ৩টার মধ্যে।

ক্রম নং ০১
[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]
সংশ্লিষ্ট **৪,৭০,১৭,০২৮.০০ টাকা** ৩০.০৪.২০১৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক **১২.০৬.২০১৩**-র দাবি নোটিশ অনুযায়ী জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স কালী মাতা রাইস মিল, অংশীদার (গণ) ঃ শ্রী শ্রীকান্ত কেস এবং শ্রীমতি আনন্দময়ী কেস**-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
সম্পত্তি নং ১ ঃ ৩৮.৭৫ লাখ টাকা এবং বায়না জমা দাখিল ৩,৮৭,৫০০.০০ লাখ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ১,০০,০০০.০০ টাকা
(সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থাবর সম্পত্তির জ্ঞাত দখল সহ)
সম্পত্তি নং ১ ঃ
ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন এবং অন্যান্য সিভিল নির্মাণ মৌজা - মন্ডলগ্রাম, থানা - মেমারি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, জেএল নং ০৭ অধীন, খতিয়ান নং আরএস ৫০৭৭, প্লট নং আরএস ৩১৩ পরিমাণ ৮২ ডেসিমেল উল্লেখ্য দলিল নং ৩৫০৩-২০০৭ সালের শ্রী শ্রীকান্ত কেস, নামে রেজিস্ট্রিকৃত বুক I, সিডি ভল্যুম নং ১১, পাতা ৩৯৮৮-৪০১০ পর্যন্ত।
সম্পত্তির স্বত্ব দখলীকৃত

সম্পত্তি নং ১ এর জন্য অনুসন্ধান

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট URL : https://sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট URL : https://ibapi.in	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জ্ঞাত দখলদারি সহ জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতা ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এমএসটিসি'র ওয়েবসাইট https://ibapi.in/Sale_info_login.aspx এবং https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দ্বারা প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন।

তারিখ ঃ ২১.০৩.২০২৪
স্থান ঃ বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭৫৫/৭৬৬
পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি সেল, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি, জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), এস. সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির অধীনে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি সেল, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি, জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), এস. সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭**-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
সেন্ট্রাল এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজেস প্রা লি. **(ঋণগ্রহীতা) এবং** শ্রী অমিতাভ সেন **(ডিরেক্টর) এবং** শ্রীমতি মিতা সেন **(সহ-আবেদনকারী)**	১) ০৩.০১.২০২৪ ২) ১৯.০৩.২০২৪ ৩) **৪৭,৩৩,৯৫৭ টাকা** (সাতচল্লিশ লাখ তেত্রিশ হাজার নশো সাতান্ন টাকা) টাকা বকেয়া ০৯.১০.২০২৩ অনুযায়ী।	দান দলিল নং ১-১৯০৩-০৫৯৬৮/২০১৯ সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭০০ বর্গফুট কমবেশি, ৩ বেড রুম, ১ টয়লেট, ১ কিচেন, ১ ব্যালকনি অবস্থিত সামনের অংশে ৩য়তলে, সিমেন্টের মেঝে, ৪তলা ভবনে অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৭৯/১৮/১ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, (পূর্বতন ৭৯/১৮ লোয়ার সার্কুলার রোড) পো এন্টালি, থানা : তালতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০১৪ কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৫৩ অধীন, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সংশ্লিষ্ট জমির তপশিলের সুবিধা এবং অন্যান্য পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত। **তপশিল এ (জমির বিবরণ) :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ২ কাঠা ১৩ ছটাক এভং ৩০ ১/২ বর্গফুট এবং তদস্থিত ৪ তলা ভগ্নদশাপ্রাপ্ত ভবন অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৭৯/১৮/১ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, (পূর্বতন ৭৯/১৮ লোয়ার সার্কুলার রোড) (৪০০ ফুট দূরে প্রধান এজেসি বোস রোড থেকে, ২০ ফুটে অ্যাপ্রোচ রোড রয়েছে, পো এন্টালি, থানা : তালতলা, কলকাতা, বসবাসের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য **চৌহদ্দি নিম্নমতে : উত্তরে :** প্লট নং সি আই এস-১, এবং সি আই এস-২, **পূর্বে :** প্রেমিসেস নং ৭৯/১৮/২ এজেসি বোস রোড, **দক্ষিণে :** ২০ ফুট চওড়া সড়ক, **পশ্চিমে :** প্রেমিসেস নং ৭৯/১৭ এজেসি বোস রোড এবং ভবনের যাবতীয় নির্মাণ স্থায়ী এবং অস্থায়ীভাবে সমুদয় সম্পত্তি।
শ্রী অমিতাভ সেন **(ঋণগ্রহীতা)** এবং শ্রীমতি মিতা সেন **(সহ-ঋণগ্রহীতা)**	১) ০৩.০১.২০২৪ ২) ১৯.০৩.২০২৪ ৩) **৭২,৫৭,৫৪১ টাকা** (বাহাত্তর লাখ সাতান্ন হাজার পাঁচশ একচল্লিশ টাকা) টাকা বকেয়া ০৯.১০.২০২৩ অনুযায়ী।	**বিক্রয় দলিল তাং ১৭/০৭/২০১২ নং ৬৩৬১** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ২৩বি, ২৪ তম তল, ব্লক-কুমুলাস, আইডিয়াল হাইটস, শিয়ালদহ প্রেমিসেস নং ৩০২, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০০০৯, এবং সংশ্লিষ্ট জমিস্থিত স্থায়ীভাবে অবস্থিত যাবতীয় সম্পত্তি।

তারিখ : ২১.০৩.২০২৪, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

SBI — এসবিআই মেদিনীপুর টাউন শাখা (১১৩৮৫)
রাজাবাজার পোস্ট : মেদিনীপুর, জেলা: পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১০১, ই-মেল : sbi.11385@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই মেদিনীপুর টাউন শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : লাল নন্দ

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২২.০৪.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ১৫.২৪০ নিট ওজন ১৫.২০০	২টি চুড়
২.	২২.০৪.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ১২.৭৩০ নিট ওজন ১২.৭০০	১টি নেকলেস
৩.	২২.০৪.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৪.৯৮০ নিট ওজন ৪.৯০০	২টি দুল
৪.	২২.০৪.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৭.৯১০ নিট ওজন ৭.৮৫০	১টি হাতের আংটি
৫.	২২.০৪.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	গ্রস ওজন ৫.৮৭০ নিট ওজন ৫.০০০	১টি চিক

তারিখ: ২১.০৩.২০২৪
স্থান: মেদিনীপুর শাখা
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম জি
(ইওআই জমা দেবার সময়সীমা বর্ধিত করা হয়েছে)
বিবিটি এলিভেটেড রোড প্রাইভেট লিমিটেড, নির্মাণ সম্পূর্ণকরণ কাজে নিযুক্ত -এর আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান
১, নিউ বাটা রোড, মহেশতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৪০
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-র সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	**বিবিটি এলিভেটেড রোড প্রাইভেট লিমিটেড** U45400WB2014PTC200347
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	১, নিউ বাটা রোড, মহেশতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১৪০
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	উপলব্ধ নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	প্রযোজ্য নয়
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	শূন্য (কর্পোরেট ডেটরের সাসপেন্ডেড বোর্ড কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য)
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	আর্থিক বর্ষ ২০২১-২২ এবং ২০২০-২১-এর ব্যালেন্স শিট, পিঅ্যান্ডএল, শিডিউল অনুযায়ী প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্য পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে bbtelevatedroad@gmail.com ক্রেডিটরের তালিকা পাওয়া যাবে - https://ibbi.gov.in/en/claims/corporate-personals
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে	ইমেল পাঠিয়ে জানা যাবে bbtelevatedroad@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	০৩.০৪.২০২৪ (শেষ তারিখ ১৯.০৩.২০২৪ থেকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে ০৩.০৪.২০২৪-এ)
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৩.০৪.২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	১৮.০৪.২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৭.০৪.২০২৪
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	০২.০৫.২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০১.০৬.২০২৪
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	bbtelevatedroad@gmail.com

স্বা/-
শচীন গোপাল জাথর
প্রস্তাবক পেশাদার - বিবিটি এলিভেটেড রোড প্রাইভেট লিমিটেড
রেজি নং IBBI/IPA-002/IP-N00640/2018-2019/11968
এএফএ সার্টিফিকেট নং : AA2/11968/02/191024/202936| বৈধ ১৯.১০.২০২৪ পর্যন্ত
বি-১/৮, সমাদৃতা ইকোটিপি, ফেজ - ৩ ইকোটি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১০৭

তারিখ : ২১.০৩.২০২৪
স্থান - কলকাতা

পঞ্জাব নৈশনল বৈঙ্ক punjab national bank
সার্কেল সস্ত্র মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পো. বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পব), ই-মেল : cs8283@pnb.co.in

সিএস/এমএসডি/বিক্রয় নোটিশ/৭৫৭ এবং ৭৫৮/২০২৩-২৪ তারিখ : ১২.০২.২০২৪

সাইদুল ইসলাম পিতা প্রয়াত সামেদ বারি গ্রাম : নসিমুদ্দিন পাড়া, পাকুড়দিয়ার পো : ফরিদপুর, থানা : জলঙ্গি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২৩০৩	**হাসানুজ্জামান** পিতা সাইদুল ইসলাম গ্রাম এবং পো : ফরিদপুর, থানা : জলঙ্গি জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২৩০৩

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(৪) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট)রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে নোটিশ
মাননীয় মহাশয়,
বিষয় : জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রয় : সাইদুল ইসলাম
অনুগ্রহ করে অবগত হোন উল্লেখ্য নোটিশ তারিখ **১৯.০১.২০২২** ইস্যুকৃত নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক/**পিএনবি, সার্কেল সস্ত্র মুর্শিদাবাদ,** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে এবং দখল নোটিশ ইস্যুকৃত নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নোক্ত সম্পদের জন্য **১৫.০৬.২০২২** এবং **১৭.০১.২০২৪** তারিখে সংশ্লিষ্ট স্বত্ব দখলীকৃত।
সম্পত্তির বিবরণ :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা : ফরিদপুর, জেএল নং ৪০, এলআর প্লট নং ২৮৫৭, এলআর খতিয়ান নং ৯৫৫৮, জমির শ্রেণি : ভিটা, এরিয়া পরিমাণ ০.০৯ একর, ফরিদপুর ৬ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, ফরিদপুর, থানা : জলঙ্গি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, বিক্রয় দলিল নং ২২৩০-২০০২ সালের অনুযায়ী, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর ডোমকল, মুর্শিদাবাদ।
স্বত্বাধিকারী : সাইদুল ইসলাম পিতা প্রয়াত সামেদ বারি, গ্রাম : নসিমুদ্দিন পাড়া, পাকুড়দিহার,পো : ফরিদপুর,থানা : জলঙ্গি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২৩০৩।
চৌহদ্দি : উত্তরে : আসাদুল মন্ডলের খালি জমি, দক্ষিণে : আমরুল মন্ডলের খালি জমি,পূর্বে : সাহাদুল ইসলামের ভবন,পশ্চিমে : সরিফুল ইসলামের খালি জমি।
সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত আপনাদের বকেয়া পরিমাণ **২৪,২৪,৯৮১.০২ টাকা (চব্বিশ লাখ চব্বিশ হাজার নয়শো একাশি টাকা এবং দুই পয়সা) টাকা** ১৯.০১.২০২২ অনুযায়ী সুদ এবং চার্জ সহ ০১.০৭.২০২১ পর্যন্ত উক্ত নোটিশে উল্লিখিত মতে এবং সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদএবং শুল্ক নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক খরচকৃত উক্ত সম্পত্তি দখলের সময়ে এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই নোটিশ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করে সংশ্লিষ্ট সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন। কোনও কারণে সংশ্লিষ্ট বকেয়া আদায় দিতে ব্যর্থ হলে উক্ত সময়ের মধ্যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইন এবং রুলসের অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে বকেয়া পরিমাণ উশুলের জন্য উক্ত জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রি করতে বাধ্য হবেন।

ধন্যবাদান্তে,
আপনার বিশ্বস্ত,
হিমাংশু কুমার সাহা
চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
জামিন অধীনে ঋণদাতা
তারিখ : ২১.০৩.২০২৪

Indian Bank — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড় ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**অ্যাকাউন্ট :** মেসার্স জয় চণ্ডী কৃষি ভান্ডার **ঋণগ্রহীতা :** মেসার্স জয় চণ্ডী কৃষি ভান্ডার, স্বত্বাধিকারী : শ্রী স্বপন পাল, পিতা অজিত পাল গ্রাম : চণ্ডীনগর, পো : দ্বারহাট্টা, থানা : জাঙ্গিপাড়া, জেলা : হুগলি, পব, ৭১২৪০৩। **শাখা : আরামবাগ**	১৩.১২.২০২৩ এবং ১৮.০৩.২০২৪	**৫৯১৪৪৬৭ টাকা** (উনষাট লাখ চোদ্দ হাজার চারশ সাতষট্টি টাকা) টাকা ১৩.১২.২০২৩ অনুযায়ী এবং ১৪.১২.২০২৩ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের জমি পরিমাণ ৭ শতক কমবেশি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা : চণ্ডীনগর, জেএল নং ৭৬, আরএস খতিয়ান নং ৪১৪, এলআর খতিয়ান নং ৪১৩, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৮, রাধানগর পঞ্চায়েত অধীন, থানা : জাঙ্গিপাড়া, জেলা : হুগলি,রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও জাঙ্গিপাড়া,উল্লেখ্য দলিল নং ১৮৮৮-১৯৯৮ সালের তারিখ ০৬.১১.১৯৯৮, বুক নং ১, ভলুম নং ২২, পৃষ্ঠা ২৩১ থেকে ২৩৬, শ্রী স্বপন পালের নামে, **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্রবীর মন্ডলের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** দেবাশিস মন্ডলের সম্পত্তি, **পূর্ব :** সড়ক, **পশ্চিমে :** গোপাল দাসের সম্পত্তি।
২.	**অ্যাকাউন্ট :** মেসার্স শ্রী দুর্গা কনস্ট্রাকশন লেবার সাপ্লাই **ঋণগ্রহীতা :** মেসার্স শ্রী দুর্গা কনস্ট্রাকশন লেবার সাপ্লাই,স্বত্বাধিকারী : শ্রী কৌশিক সাহা পিতা প্রয়াত লক্ষ্মীনারয়ণ সাহা, দামোদর কলোনি, পো : বড়বাহেরা, নাবগ্রাম, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২২৪৬, পব।	২৮.১২.২০২৩ এবং ১৯.০৩.২০২৪	**২৪৯৪২৮৫ টাকা** (চব্বিশ লাখ চুরানব্বই হাজার দুশো পঁচাশি টাকা) টাকা ২৮.১২.২০২৩ অনুযায়ী এবং ২৯.১২.২০২৩ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ	১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক দোকান পরিমাণ ২৭৬ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ) এবং ২৪০ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া) কমবেশি একতলায় জি-৪ তলা বসবাসের ভবনে নাম গিরিধারী রেসিডেন্সি নং জি-৬, অবস্থিত মৌজা : বড়বাহেরা,জেএল নং ৫, আরএস খতিয়ান নং ৪৫৪, আরএস দাগ নং ৬৯৫, এলআর খতিয়ান নং ৮৮৭, এলআর দাগ নং ১৫৫৮, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা :উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, পব, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১২৬৭ -২০১৯ সালের তারিখ ০৩.০৪.২০১৯ নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬২১-২০১৯, পৃষ্ঠা ৩৯৯৮১ থেকে ৪০০১৪, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর উত্তরপাড়া, হুগলি, পব,শ্রী কৌশিক সাহা,পিতা প্রয়াত লক্ষ্মী নারায়ণ সাহার নামে। ২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৪৩০ বর্গফুট (সুপার বিল্টআপ)এবং ৩৭৪.২১ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া) কমবেশি একতলায় জি-৪ তলা বসবাসের ভবন নাম গিরিধারী রেসিডেন্সি, ফ্ল্যাট নং জি-৩, অবস্থিত মৌজা : বড়বাহেরা, জেএল নং ৫, আরএস খতিয়ান নং ৪৫৪, আরএস দাগ নং ৬৯৫, এলআর খতিয়ান নং ৮৮৭, এলআর দাগ নং ১৫৫৮, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা:উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, পব, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১২৬৮-২০১৯ সালের তারিখ ০৯.০৭.২০১৯, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬২১-২০১৯, পৃষ্ঠা ৭৮৬১২ থেকে ৭৮৬৪৬, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর উত্তরপাড়া, হুগলি, পব, শ্রী কৌশিক সাহা পিতা প্রয়াত লক্ষ্মী নারায়ণ সাহার নামে।

তারিখ : ২১.০৩.২০২৪, স্থান : ব্যান্ডেল
স্বা/ -অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

প্রচারে বেরিয়ে চাষিদের সঙ্গে আলু তুললেন তৃণমূল প্রার্থী মিতালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: আলু খেতে চাষিদের আলু তুলতে দেখে তাঁদের সঙ্গে হাত লাগালেন আরামবাগ কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগ। পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা বিধানসভা কেন্দ্রটি তার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হওয়ায় তিনি চন্দ্রকোনা ব্লকের ব্রহ্মঝাড়ুল এলাকায় জনসংযোগ যাত্রায় যোগ দিতে এসেছিলেন। সেখানে জমিতে মিতালি বাগকে আলু তুলতে দেখে অবাক চাষি ও খেতমজুররা বলেন, জিততে পারলে ক'দিন পরে যিনি লোকসভায় যাবেন, তিনি আমাদের সঙ্গে মাঠে নেমে কাজ করবেন-এটা আমরা কখনও ভাবতে পারিনি। তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন চন্দ্রকোনার বিধায়ক অরূপ ধাড়া, রামজীবনপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কল্যাণ তিওয়ারি।

ক্ষীরপাই-চন্দ্রকোনা রাস্তার পাশে একদল শ্রমিককে মাঠে আলু তুলতে দেখে মিতালিদেবী তাদের সঙ্গে আলাপ করতে জমির আল ধরে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যান। এরপর শ্রমিকদের কাছ থেকে হাতে লাঙল নিয়ে আলু তুলতে শুরু করেন।

মাঠ থেকে আলু কুড়িয়ে ঝুড়িতে তুলে বস্তায় ভর্তি করেন। শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করতে করতে বলেন, আমি খুব সাধারণ বাড়ির মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই বাড়ির সব ধরনের কাজ করার অভ্যেস রয়েছে। ছবি তোলার জন্য নয়, এঁদের দেখতে পেয়ে মাঠে নেমে পড়লাম।

নির্বাচনের সময় ঘাটাল মহকুমার মানুষ এধরনের দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত। গত বিধানসভা নির্বাচনের সময়ও অরূপবাবুকে জোড়া বলদ নিয়ে মাঠে চাষ করতে দেখা গিয়েছিল।

বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। ওই দলের চন্দ্রকোনা বিধানসভা কেন্দ্রের আহ্বায়ক সুদীপ কুশারী বলেন, ওটা নাটক ছাড়া আর কিছু নয়। মুখ্যমন্ত্রী যেমন ক্ষণে ক্ষণে নাটক করেন, তাঁর দলের নেতানেত্রীরাও সেটাই করছেন। এতে অবাক হওয়ার কী আছে! ক্ষীরপাই শহরের বাসিন্দা এক শিক্ষক বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের সময় ঘাটাল কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শঙ্কর দলুইকেও সাধারণ মানুষের হয়ে ঘুঁটে দিতে, রান্নাঘরে গিয়ে মাছ ভাজতে, জ্বালানি হিসেবে কঞ্চি কাটতে, রাজমিস্ত্রির জোগানদার হিসেবে কাজ করতে দেখেছি। আসলে ভোট বড় বালাই। নির্বাচনের পর কিন্তু অরূপবাবু কিংবা শঙ্করবাবুকে মাঠের ত্রিসীমানায় দেখা যায়নি।

জল্পনার অবসান, শীঘ্রই নির্বাচনী প্রচারে যোগ দেবেন সাংসদ মৌসম নুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লোকসভা নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচারে দেখা যাচ্ছিল না তৃণমূলে রাজ্যসভার সাংসদ মৌসুম নুরকে। এ নিয়ে মালদার রাজনৈতিক মহলে বেশ গুঞ্জন তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের নির্বাচন কমিটির দুটি লোকসভা কেন্দ্রে শীর্ষে নাম রাখা হয়েছে সাংসদ মৌসুম নুরের। তারপরে রয়েছে জেলার দুই মন্ত্রীর নাম। বুধবার এই নির্বাচনী তালিকা প্রকাশের পরই বিরোধীদের কুৎসা রটানোর বিরুদ্ধে সোজাসুজি তোপ দেগেছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। তিনি বলেন, বিজেপির চক্রান্ত করে একটা মিথ্যা সমালোচনা শুরু করেছিল। লোকসভা নির্বাচনে মন্ত্রী থেকে দলীয় নেতৃত্ব সর্বত্রই দুই প্রার্থীদের সঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে রয়েছেন।

উল্লেখ্য, এবারে লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল দলের প্রার্থী হয়েছেন শাহনাওয়াজ আলি রায়হান। উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল দলের প্রার্থী হয়েছেন প্রসূন ব্যানার্জি। তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যসভার তৃণমূলের সাংসদ তথা গনিখানের ভাগ্নি মৌসুম নুরের নির্বাচনী প্রচারে দেখা না মেলায় বিভিন্ন স্তরে চর্চা শুরু হয়েছিল। চলছিল দলবদলের গুঞ্জনও। অনেকে তো আবার সামাজিক মাধ্যমকে হাতিয়ার করে দল বদলের কথাও তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু মঙ্গলবার দিল্লি থেকে কলকাতা হয়ে মালদায় ফেরেন তৃণমূল সাংসদ মৌসুম নুর। তিনি যে রাজ্যসভার অধিবেশনে যোগ দিতে দিল্লি গিয়েছিলেন সে কথাও জানিয়েছেন। আগামীতে দলীয় দুই প্রার্থীর নির্বাচনে প্রচারে উপস্থিত থাকবেন বলেও জানিয়েছেন সাংসদ মৌসম নুর।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, লোকসভা নির্বাচন কমিটির তালিকায় দক্ষিণ মালদা এবং উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্র প্রথমেই নাম রয়েছে দলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সির। দ্বিতীয়তে নাম রয়েছে দলের জেলার চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়ের। তিন নম্বর স্থানে নাম রয়েছে সাংসদ মৌসুম নুরের। এরপর চার এবং পাঁচ নম্বরে নাম রয়েছে মোথাবাড়ি ও হরিশ্চন্দ্রপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের দুই মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন এবং তাজমুল হোসেনের। এরকম ভাবেই দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে মন্ত্রী, বিধায়ক, চেয়ারম্যান নিয়ে মোট ২০ জনের একটি নির্বাচন কমিটি গঠন করেছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। পাশাপাশি উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের একইভাবে বিধায়ক, মন্ত্রী, চেয়ারম্যানদের নিয়ে ১৯ জনের একটি নির্বাচন কমিটি তৈরি করেছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দুটি কেন্দ্রের প্রতিটি অঞ্চলে সভা, মিছিল, বুথস্তরে আলোচনা করা হবে। এব্যাপারেও প্রকাশিত নির্বাচন কমিটির তালিকা অনুসারে নেতা-নেত্রীদের জানিয়ে দিয়েছে দল।

তৃণমূলে রাজ্যসভার সাংসদ মৌসুম নুর জানিয়েছেন, দলীয় কাজে বাইরে ছিলাম। ফলে মালদা আসতে দেরি হল। লোকসভা নির্বাচনে দুই প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার শুরু হবে।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, বিরোধী দল বিজেপির একটা চক্রান্ত করেছিল, যে কোনও উপায়ে গোষ্ঠী কোন্দলের অজুহাত দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলবে। কিন্তু ওদের এই ষড়যন্ত্র কাজ করেনি। দলের জেলার নেতা-নেত্রীরা সকলেই একযোগ ভাবেই কাজ করছেন। এদিকে বিজেপির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন দলের জেলার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি।

ডিভিসির ছাই পুকুরের জলে চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্তের অভিযোগ, ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের থার্মাল পাওয়ার সাপ্লাই প্রজেক্টের জন্য রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের পাবড়া গ্রামের সামনে ছাই পুকুর তৈরি করে পাম্প হাউস তৈরি করেছে ডিভিসি কর্তৃপক্ষ। ওই ছাই পুকুরের জল দীর্ঘদিন ধরে পাবড়া গ্রামের কিছু চাষিদের চাষের জমিতে প্রবেশ করে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে চাষবাস এমনই অভিযোগ তুলে বুধবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত দীর্ঘক্ষণ ধরে ডিভিসির পাম্প হাউসের সামনে পাবড়া গ্রামের বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখান।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, ২০১৬ সাল থেকে তাঁদের চাষে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ডিভিসির ছাই পুকুরের জলে। একাধিক বার ডিভিসি কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোনও পদক্ষেপ করেনি। তাই বুধবার পাবড়া গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা ও পরিবারের মহিলারা ছাই পুকুরের সামনে অবস্থিত পাম্প হাউসের সামনে গিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ দেখান। আন্দোলনকারীদের মধ্যে সত্যজিৎ গরাঁই, শান্ত মিশ্র, চায়না গরাঁই, গোকুল গরাঁইদের অভিযোগ, '২০১৬ সাল থেকে আমাদের চাষের জমিতে ডিভিসির ছাই জল ঢুকে চাষের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। আমরা একাধিকবার ডিভিসি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কাজ না হওয়ার কারণে এদিন আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছি। এর আগেও একাধিক বার আন্দোলন করা হয়েছিল। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। অবিলম্বে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা সহ কাজের ব্যবস্থা করতে হবে না হলে চাষযোগ্য জমিগুলো ডিভিসি কর্তৃপক্ষ নাহ্য মূল্য দিয়ে কিনে নিক। আমরা জমি বিক্রি করতে রাজি রয়েছি।' কর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবি না মানলে এবার আরও বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করবেন তাঁরা বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

অবৈধ নির্মাণ নিয়ে পদক্ষেপ মেদিনীপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: জেলা শহর মেদিনীপুরেও বেআইনি-নির্মাণের বিষয়টি প্রকাশ্যে চলে এসেছে। শহরে বেআইনি নির্মাণের জন্য পুর প্রধানকেই দায়ী করলেন খোদ পুরসভারই এক কাউন্সিলর। মেদিনীপুরে অবৈধ নির্মাণের রমরমা প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে জেলা বিজেপির মুখপাত্র অরূপ দাস বলেন, 'এসব শুধু আই-ওয়াশ। বহুদিন আগেই শহরে বহুতল নির্মাণ বন্ধে আমরা আন্দোলন করেছি। শহরবাসীর সামনে বিষয়টি তুলে ধরেছি। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এজন্য শুধু পুরসভা নয়, শাসকদলের নেতা-নেত্রীরা সকলেই দায়ী। বহুতল নির্মাণের কাটমানি হয়তো পুরপিতা, বিধায়ক হয়ে তৃণমূলের একেবারে শীর্ষ স্তরে বা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও পৌঁছে যায়, তাই কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। মেদিনীপুরে এসে মুখ্যমন্ত্রীর ধমক দেওয়াটাও ছিল শুধুমাত্র আই-ওয়াশ।'

গার্ডেনরিচের ঘটনার পর মেদিনীপুরের পুরপ্রধান সৌমেন খান জানিয়েছেন, 'প্রতিটি বহুতল নির্মাণকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষকে নোটিস পাঠিয়েছি। তাদের যদি আইনগত সমস্ত কিছু ঠিকঠাক না থাকে তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমরা নোটিসের একটি কপি মহকুমা শাসক মধুমিতা মুখার্জিকেও পাঠিয়েছি।'

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০০০১

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪, [রুল ৮(১)]

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও কমনভাবে জনকমনকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং কমনভাবে জনকমনকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
আমরা এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আইনের ধারা ১৩(৮) ধারার বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ শাখার নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তি ও দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১	মেসার্স বিশ্বাস কসমেটিকস (ঋণগ্রহীতা)- স্বত্বা : শ্রী সৌমেন বিশ্বাস, শ্রীমতি পাঞ্চালী বিশ্বাস (বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা), শ্রী সুশীল কুমার বিশ্বাস এবং শ্রী রমেন বিশ্বাস (জামিনদাতা) ঠিকানা : পূর্বাশা অ্যাপার্টমেন্ট, ৫৪৫, অরূপ ভদ্র সরণি, ওয়ার্ড নং ২, ব্রিকফিল্ড রোড, পো এবং থানা : বারুইপুর, কলকাতা : ৭০০১৪৪। শাখা : সুবুদ্ধিপুর শাখা	০২.০১.২০২৪ এবং ২০.০৩.২০২৪	৩২,৯৬,৭৮৪.০০ টাকা (বত্রিশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার সাতশ চুরাশি টাকা) ০২.০১.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য আরও সুদ, চার্জ এবং খরচ সহ।	**বন্ধকদত্ত সম্পদ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান পরিমাণ ৯০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া একতলায় **পূর্বাশা অ্যাপার্টমেন্টে**, হোল্ডিং নং ৫৪৫, ৫৪৬/এ, সুবুদ্ধিপুর, জেএল নং ৩২, আরএস নং ৭০, তৌজি নং ২৬৭, এলআর খতিয়ান নং ১৯৮১, ১৯৮২, ১৯৮৩, ৯৮৭, এলআর দাগ নং ৩৫৮, মৌজা: সুবুদ্ধিপুর, ওয়ার্ড নং ২, বারুইপুর পুরসভা অধিক্ষেত্র অধীন, থানা: বারুইপুর, জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১৪৪, বিক্রয় দলিল নং ১৭৪৬/২০০৮, তারিখ : ০৯/০৫/২০০৮, শ্রীমতি পাঞ্চালি বিশ্বাস স্বামী সুশীল কুমার বিশ্বাস এর নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে : দাখা দাস এবং অন্যান্যর ভবন, দক্ষিণে : নীপেন্দ্রনাথ মুখার্জি এবং অন্যান্যর ভবন, পূর্বে : কালীপদ ঘোষের ভবন, পশ্চিমে : ব্রিকফিল্ড রোড।

তারিখ- ২০.০৩.২০২৪
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, মেগা ই-অকশনের তারিখ : ১৬.০৪.২০২৪

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank

সার্কেল সস্ত্র মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পোস্ট-বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেইল: cs8283@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইএমডি (বায়না অর্থ জমা) এবং নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় ১৫.০৪.২০২৪/ দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৫৪) অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়।

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর অধীনে ৮(৬) বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক /সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার বাস্তবিক/ গঠনমূলক/প্রতীকী দখল নিয়েছেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি বকেয়া উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পদের তফসিল [উক্ত সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের গঠনমূলক দখল/বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে]

লট নং	শাখার নাম/ ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগনের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/ স্বত্বাধিকারীর নাম (সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতা) এবং দখল	ক) সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মুল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমান ঘ) IBAPI পোর্টাল সম্পত্তি আইডি।	ক) ই-অকশনের তারিখ ও সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দ্বায়বদ্ধতার বিশদ
১.	**শাখার নাম: আমতলা (০৭৮৯২০) মেসার্স এক্সক্লুসিভ বাজার স্বত্বাধিকারী: শাবির হোসেন** গ্রাম- আমতলা দুর্গাপুর পুরাতনপাড়া, পোস্ট-আমতলা, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২১ **ঋণগ্রহীতা: শাবির হোসেন** গ্রাম- আমতলা দুর্গাপুর পুরাতনপাড়া, পোস্ট- আমতলা, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১২১ **জামিনদার: সেখ নাজির হোসেন** পিতা- প্রয়াত কাদের হোসেন গ্রাম-আমতলা দুর্গাপুর পুরাতনপাড়া, পোস্ট- আমতলা, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১২১	মৌজা- সুরঙ্গাপুর, জেএল নং- ২৬, আরএস খতিয়ান নং ১৩৪১,৩৬৬ এল.আর. খতিয়ান নং. ৪২৩৫, আর.এস. দাগ নং-৩৫৪২, এলআর দাগ নং-২০৭৭ এ অবস্থিত দু'তলা নির্মিত ভবন সহ জমি ও বিল্ডিংয়ের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ ০৪ ডেসিমেল, ৫ নং নওদা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, পোস্ট ও থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদের সীমার মধ্যে। **স্বত্বাধিকারী: সেখ নাজির হোসেন** **(দখল- গঠনমূলক)**	ক) ১০.০৮.২০২১ খ) ২০.০১.২০২২ গ) ১০,৩১,৯৪১.২২ টাকা **(দশ লক্ষ একত্রিশ হাজার নয়শো একচল্লিশ টাকা এবং বাইশ পয়সা মাত্র)** ১০.০৮.২০২১ অনুযায়ী ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত সুদ ধার্য করা হয়েছে এবং এর উপর অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১৫,০৯,৭৫০.০০ টাকা খ) ১,৫০,৯৭৫.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU64748714	ক) ১৬.০৪.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪০০টা পর্যন্ত খ) উপলব্ধ নয়
২.	**শাখার নাম: বেলডাঙ্গা (০২৩০২০) মেসার্স নিউ টুলু ক্লথ স্টোর স্বত্বাধিকারী: চঞ্চল দেবনাথ** গ্রাম- বেলডাঙ্গা, কলেজ পাড়া, পোস্ট- ও থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩ **ঋণগ্রহীতা: চঞ্চল দেবনাথ** গ্রাম- বেলডাঙ্গা, কলেজ পাড়া, পোস্ট ও থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩ **জামিনদার: চন্দনা দেবনাথ** স্বামী- প্রয়াত চাঁদ কুমার দেবনাথ, গ্রাম- বেলডাঙ্গা, কলেজ পাড়া, পোস্ট ও থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩	মৌজা- বেলডাঙ্গা, জেএল নং ৫১, প্লট নং আরএস ৪১৪ এলআর ১৭৪৮, এলআর খতিয়ান নং ১০০৮৭ এ অবস্থিত জমি এবং দ্বিতল আবাসিক ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ ৩.০৮৩ ডেসিমেল, জমির ধরন- ভিটি, বেলডাঙ্গা পৌরসভার অধীনে, ১২/১/এন, বেলডাঙ্গা কলেজপাড়া, ওয়ার্ড নং ০৫, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, ২০১৮ সালের উপহারের দলিল নং ৪৫০, এডিএসআর বেলডাঙ্গা-এ রেজিস্টার্ড। **স্বত্বাধিকারী: চন্দনা দেবনাথ** **(দখল- গঠনমূলক)**	ক) ২০.০৯.২০২২ খ) ০৩.১২.২০২২ গ) ১৯,৮৮,৭২৬.১১ টাকা **(উনিশ লক্ষ অষ্টআশি হাজার সাতশো ছাব্বিশ টাকা এবং এগারো পয়সা মাত্র)** ২০.০৯.২০২২ অনুযায়ী ৩০.০৮.২০২২ পর্যন্ত সুদ ধার্য করা হয়েছে এবং এর উপর অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ২৯,৬৮,২০০.০০ টাকা খ) ২,৯৬,৮২০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU72570739	ক) ১৬.০৪.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪০০টা পর্যন্ত খ) উপলব্ধ নয়
৩.	**শাখার নাম- বেলডাঙ্গা (০২৩০২০) মেসার্স এন এ রহাইড এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী: নাসিম আকরাম** গ্রাম- সারুলিয়া সরণপাড়া, পোস্ট- বরুয়া, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯ **ঋণগ্রহীতা: নাসিম আকরাম** গ্রাম- সারুলিয়া সরণপাড়া, পোস্ট- বরুয়া, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯ **জামিনদার: মহঃ নুরুজ্জামান** পিতা- প্রয়াত ওয়াহেদ খলিফা গ্রাম- সারুলিয়া সরণপাড়া, পোস্ট- বড়ুয়া, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯ **জামিনদার: মনিরুল জামান খলিফা,** পিতা- প্রয়াত ওয়াহেদ খলিফা গ্রাম- সারুলিয়া সরণপাড়া, পোস্ট- বড়ুয়া, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯	মৌজা- সারুলিয়া, জেএল নং ৫৯, প্লট নং আরএস ৬১২ এলআর ৮১৯, এলআর খতিয়ান নং ৬৪৭২ -এ অবস্থিত জমি এবং দ্বিতল আবাসিক ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার গিফট দলিল নং ৫৫৭৭ সাল- ২০১৯ অনুযায়ী মহঃ নুরুজ্জামানের নামে আছে, এলাকা ০.০১৫ একর এবং এলআর খতিয়ান নং ৬৪৬৯, ২০১৯ সালের উপহারের দলিল নং ৫৫৭৬ অনুযায়ী মনিরুল জামান খলিফার নামে আছে, এলাকা ০.০১৫ একর, উভয়ই এডিএসআর বেলডাঙ্গায় নিবন্ধিত, মোট এলাকার পরিমাপ (০.০১৫ + ০.০১৫) = ০.০৩ একর, দেবকুন্ডু গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পোস্ট- বরুয়া, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ। **স্বত্বাধিকারী: ১. মহঃ নুরুজ্জামান ২. মনিরুল জামান খলিফা** **(দখল- গঠনমূলক)**	ক) ০২.০৭.২০২২ খ) ০৩.১২.২০২২ গ) ১৫,৭০,৫০১.৫৯ টাকা **(পনের লক্ষ সত্তর হাজার পাঁচশো এক টাকা এবং উনষাট পয়সা মাত্র)** ০২.০৭.২০২২ অনুযায়ী ০২.০৫.২০২২ পর্যন্ত সুদ ধার্য করা হয়েছে এবং এর উপর অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ২১,৩৩,০০০.০০ টাকা খ) ২,১৩,৩০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU74728076	ক) ১৬.০৪.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪০০টা পর্যন্ত খ) উপলব্ধ নয়
৪.	**শাখার নাম: ফারাক্কা ব্যারেজ (০৮৮০২০) মেসার্স নূর মেডিকেল এজেন্সি স্বত্বাধিকারী: সাহের আলম সেলিম** পিতা- মোসারফ হোসেন গ্রাম- শিবনগর, পোস্ট-অর্জুনপুর, থানা- ফারাক্কা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২০২ **ঋণগ্রহীতা: সাহের আলম সেলিম,** পিতা-মোশাররফ হোসেন গ্রাম- শিবনগর, পোস্ট- অর্জুনপুর থানা- ফারাক্কা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২০২ **জামিনদার: মহঃ মোশাররফ হোসেন** পিতা- প্রয়াত আব্দুল হাকিম গ্রাম- তোফাপুর, পোস্ট- ভবানীপুর, থানা- ফারাক্কা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২০২	মৌজা- ভবানীপুর জেএল নং- ৫৯, খতিয়ান নং- আরএস ৪৪২, এলআর ২৪১১, আরএস প্লট নং ১৩৬৬, এলআর প্লট নং ১৬৮৭, অর্জুনপুর জিপির অধীনে অবস্থিত জমি এবং দোতলা ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, এলাকার পরিমাপ ৫ ডেসিমেল, পোস্ট- ভবানীপুর, থানা- ফারাক্কা, জেলা- মুর্শিদাবাদ। **স্বত্বাধিকারী: মহঃ মোশাররফ হোসেন** **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ০৩.০৯.২০২১ খ) ১৬.১১.২০২১ গ) ২১,৭৫,০৪৯.২৯ টাকা **(একুশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার উনপঞ্চাশ টাকা উনত্রিশ পয়সা মাত্র)** ০৩.০৯.২০২১ অনুযায়ী ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত সুদ ধার্য করা হয়েছে এবং এর উপর অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৪২,৭৬,০০০.০০ টাকা খ) ৪,২৭,৬০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNB0U50838824	ক) ১৬.০৪.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪০০টা পর্যন্ত খ) উপলব্ধ নয়
৫.	**শাখার নাম: লালগোলা (১৫৩২১০) মহঃ সেলিম রেজা (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মহঃ আবুল কাসেম, গ্রাম- নতুন রমনা, পোস্ট-বাজুপুর মধুপুর, থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৪৮	মৌজা- বাজুপুর মধুপুর জেএল নং ৯৫, খতিয়ান নং এলআর ৮০৭৬, দাগ নং এলআর ১৬৪,১৬৭ -এ অবস্থিত জমি ও বিল্ডিংয়ের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জমির পরিমাপ ৯.৫ ডেসিমেল, গ্রাম- নতুন রোমোনা, পোস্ট- বাজুপুর মধুপুর, থানা - লালগোলা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮ **স্বত্বাধিকারী: মহঃ সেলিম রেজা** **(দখল- গঠনমূলক)**	ক) ১০.০৮.২০২১ খ) ১৮.০১.২০২২ গ) ১৬,৫১,৮৮৯.০০ টাকা **(ষোল লক্ষ একান্ন হাজার আটশো উননব্বই টাকা মাত্র)** ০৯.০৮.২০২১ অনুযায়ী ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত সুদ ধার্য করা হয়েছে এবং এর উপর অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ২৩,৮০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৩৮,০০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU20685185	ক) ১৬.০৪.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪০০টা পর্যন্ত খ) উপলব্ধ নয়

নিয়ম ও শর্তাবলি

বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে -
১) সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে ''**যেখানে যেমন আছে**'' এবং ''**যেখানে যা আছে**'' এবং ''**যেখানে যা-কিছু আছে**'' ভিত্তিতে।
২) অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের কাছে থাকা সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
৩) নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয়কার্য করবেন ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যা ব্যবস্থিত হয়েছে **ওয়েবসাইট : https://www.mstcecommerce.com -তে ১৬.০৪.২০২৪ তারিখ @ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত ।**
৪) বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য দেখুন **ওয়েবসাইট www.ibapi.in, https://www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app** এবং **www.pnbindia.in**।
৫. বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী সম্পর্কিত যেকোন প্রশ্নের জন্য, আগ্রহী দরদাতারা যোগাযোগ করতে পারেন– **শ্রী হিমাংশু কুমার সাহা (সিএম) মোঃ- ৯৮০১৮১২১৬০।**
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২-এর বিধি ৯(১) এর অধীনে ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১৯.০৩.২০২৪
স্থান: বহরমপুর

শ্রী হিমাংশু কুমার সাহা
চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জুলিয়ান ডে স্কুল কল্যাণী, শাখা
জুলিয়ান ডে স্কুল ক্যাম্পাস, এ৯/১৪৯, ১ম তল,
ডিসি বিল্ডিংয়ের বিপরীতে, কল্যাণী, পো. এবং থানা - কল্যাণী
জেলা-নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২৩৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ৩০.০৪.২০২৪ তারিখে ১৮,২৬,৩৬৮.৫৬ টাকা** (আঠার লাখ ছাব্বিশ হাজার তিনশ আটষট্টি টাকা এবং ছাপান্ন পয়সা) টাকা (বিবি + এমওআই = ১৫,৮৬,৬০০.০০ টাকা + ২,৩৯,৭৬৮.৫৬ টাকা = ১৮,২৬,৩৬৮.৫৬ টাকা) **১৯.০৩.২০২৪** অনুযায়ী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট বকেয়া পরিমাণ সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ **ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা : শ্রী অলোক মল্লিক,** পিতা প্রয়াত অমরনাথ মল্লিক, ১০৮৭, ভবানীপুর (অঙ্গসিক) চাকদা, কেবিএমপিএস, চাকদা, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২২২ **আরও :** ফ্ল্যাট নং জি৩ ৪র্থ তল, সিমুলারি মাল্টিপ্লেক্স ফেজ - ১, সুতারাগাছি, মৌজা - সুতারাগাছি, সিমুরালি জিপি অধীন, পো. সিমুরালি, থানা - চাকদা, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২২২ নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মুল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা : শ্রী অলোক মল্লিক** পিতা প্রয়াত অমরনাথ মল্লিক ১০৮৭, ভবনীপুর (অঙ্গশিক) চাকদহ, কেবিএমপিএস, চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১২২২। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং জি৩, ৪র্থ তল, সিমুলারি মাল্টিপ্লেক্স, ফেজ-১, সুতারাগাছি, মৌজা : সুতারাগাছি, সিমুরালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : সিমুরালি, থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১২২২। **২. জামিনদাতা : লোভারি রায় মল্লিক** স্বামী অলোক মল্লিক, ১০৮৭, ভবনীপুর (অঙ্গশিক) চাকদহ, কেবিএমপিএস, চাকদহ, জেলা:নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১২২২। **খ) জুলিয়েন ডে স্কুল, কল্যাণী, শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন শ্রী অলোক মল্লিক, পিতা প্রয়াত অমরনাথ মল্লিক এর নামে উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং ১-১৩০৩-০৪৪৩৪/২০১৬ তারিখ ২১.১০.২০১৬ সিমুরালি মাল্টিপ্লেক্স, ফেজ-১, সুতারাগাছি, পো : সিমুরালি, থানা : চাকদহ, ফ্ল্যাট নং জি (৪র্থ তল), পরিমাণ ৮৬৫ বর্গফুট, মৌজা : সুতারাগাছি, সিমুরালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআরও- কল্যাণী, ফ্ল্যাট এরিয়া : ৮৬৫ বর্গফুট। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সিমুরালি মাল্টিপ্লেক্স ফেজ ২, দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং ই-৩, ৪র্থতল, পূর্বে : ফ্ল্যাট নং ডি-৩, ৪র্থ তল, পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং এইচ-৩, ৪র্থ তল।	**১৮,২৬,৩৬৮.৫৬ টাকা** (আঠার লাখ ছাব্বিশ হাজার তিনশ আটষট্টি টাকা এবং ছাপান্ন পয়সা) টাকা (বিবি + এমওআই = ১৫,৮৬,৬০০.০০ টাকা + ২,৩৯,৭৬৮.৫৬ টাকা = ১৮,২৬,৩৬৮.৫৬ টাকা) **১৯.০৩.২০২৪** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ।	**ক) ১৭.১৩ লাখ টাকা (*)** (সতের লাখ তেরো হাজার টাকা) **খ) ১.৭২ লাখ টাকা** (এক লাখ বাহাত্তর হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB30204485093** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ৩০.০৪.২০২৪; সময় - দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in
(২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং** ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০ ৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ২০.০৩.২০২৪/ স্থান : জুলিয়ান ডে স্কুল, কল্যাণী

অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

আরামবাগে অকাল বৃষ্টির জেরে আলু পচে যাওয়ার আশঙ্কায় মাথায় হাত আলু চাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: অকালবৃষ্টির জেরে আলু তোলার আগে জলের তলায় জমি। আবার কোথাও আলু তোলার কাজ শুরু হলেও বৃষ্টির কারণে মাঠে জল জমে যাওয়ায় মাথায় হাত আলু চাষিদের। এই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে আরামবাগ মহকুমা জুড়েই। বিশেষ করে গোঘাটের আলু চাষিরা বৃষ্টির কারণে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে। বুধবার সকাল থেকে গোঘাট ব্লকের আলু চাষিদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গিয়েছে। জমির জল জমে দেখে হতাশ কৃষকরা। ক্ষতিপূরণের দাবি তুলছে তারা। অকাল বৃষ্টিতে ডুবে যাওয়া আলুর জমিতে দাঁড়িয়ে হতাশা প্রকাশ করে বহু কৃষক।

কীভাবে মহাজনের ঋণ শোধ করবেন, তা নিয়েও দুশ্চিন্তায় পড়েছেন ওই এলাকার কয়েকশো চাষি। তাঁদের বক্তব্য, কয়েকদিন পরেই জমি থেকে আলু তোলার কাজ শুরু করা হত। কিন্তু বুধবার সারা দিন ধরে বৃষ্টিতে আলুর জমি ডুবে গিয়েছে। বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে। এই অবস্থায় সরকারের সাহায্যের দরবার করেছেন কৃষকরা। তবে প্রশাসন সূত্রে জানা যাচ্ছে, কৃষি দপ্তরকে নাকি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে গোঘাটের কৃষক তপন মণ্ডল জানিয়েছেন, অকাল বর্ষণের জেরে গোঘাটের বহু এলাকার আলু চাষে ক্ষতি হয়েছে। পাঁচ বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছি। এখন পযন্ত এক কাঠাও আলু তোলা হয়নি। জমি জল জমে গেছে। চিন্তায় ঘুম হচ্ছে না। আলু পচে নষ্ট হয়ে যাবে। আলু চাষি চৈতন্য সরেন বলেন, এই বৃষ্টির জন্য আলু পচে যাবে। ঋণগ্রস্ত ভাবে ঋণ নিয়ে চাষ করি। কিভাবে ধার শোধ করব ভাবছি। গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র পাঁজা বলেন, টানা বৃষ্টিতে আলু চাষিরা ক্ষতির মুখে পড়বেন। প্রকৃতির বিরূপতার কাছে কারুর কিছু করার নেই। চাষিদের পাশে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছে। চাষিরা কেউ ভেঙে পড়বেন না। আমরা আলু চাষিদের পাশে আছি। অন্যদিকে আরামবাগ মহকুমা কৃষি আধিকারিক বাবলু কুমার সাঁতরা বলেন, এখন ক্ষতির বিষয়টা বোঝা যাবে না। প্রতিটি ব্লকে রিপোর্ট পাঠাতে বলা হয়েছে। মহকুমায় প্রায় ৩৫ হাজার হেক্টর আলু চাষ হয়েছে। রিপোর্ট দেখে বিষয়টি খতিয়ে দেখে হবে। সবমিলিয়ে অধিকাংশ আলু চাষের জমিতে জল জমে গিয়েছে।

তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ কাঁকসায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার গোপালপুরে এক তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল এলাকারই এক বাসিন্দার বিরুদ্ধে। বুধবার সকাল থেকে ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে কাঁকসার গোপালপুরের উত্তরপাড়ায়। মৃতের নাম পবিত্র বিশ্বাস (২৬)। পবিত্র বিশ্বাস এলাকায় সক্রিয় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন বলে দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের। পাশাপাশি যে পবিত্রকে পিটিয়ে মেরেছেন বলে অভিযোগ, সেই শম্ভু দাস এলাকায় বিজেপি করেন বলে দাবি তৃণমূলের।

পরিবারের সদস্যদের দাবি, মঙ্গলবার রাতে ওই তৃণমূল কর্মীকে ফোন করে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান এলাকার বাসিন্দা শম্ভু দাস। অভিযোগ, শম্ভু দাস তাকে ডাকার পর থেকেই পবিত্রর মোবাইলের সুইচ অফ হয়ে যায়। গভীর রাতে এলাকাবাসীরাই পরিবারের সদস্যদের খবর দেন, পবিত্র শম্ভু দাসের বাড়ির সামনে পড়ে রয়েছেন। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা পৌঁছে পবিত্রকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে কাঁকসার রাজবাঁধের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পবিত্রর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামের মানুষ শম্ভু দাসের বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁর বাড়িতে ভাঙচুর চালান ও বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেন বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়। স্থানীয়দের দাবি, শম্ভু দাস এলাকায় সুদের ব্যবসা করেন। রীতিমতো এলাকায় তাঁর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছেন। এছাড়াও নানান অসামাজিক কাজের সঙ্গেও তিনি যুক্ত। বাড়ির মধ্যে সারি সারি দিয়ে রয়েছে বিভিন্ন মানুষের মোটর সাইকেল ও অন্যান্য সামগ্রী। চড়া সুদে এলাকার মানুষকে টাকা ধার দেন শম্ভু দাস। সুদের টাকা সময় মতো না দিলে বাড়ির মহিলাদের নিয়ে টানাটানি করেন। বাড়িতে মহিলা না থাকলে ছেলেদের মারধর করা হয়।

যার ফলেই এই ঘটনা। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকার মানুষ। ঘটনার পর থেকেই এলাকা ছেড়ে পালান শম্ভু দাস ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। ঘটনাস্থলে আসেন কাঁকসা থানার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে, কী কারণে মারধর তা সঠিক ভাবে জানা যায়নি। অন্যদিকে তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে মারার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার।

বুধবার দুপুরে কাঁকসার রাজবাঁধে বেসরকারি হাসপাতালে আসেন মন্ত্রী। সেখানে ওই তৃণমূল কর্মীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, 'এত নৃশংস কোনও মানুষ হয় না। বিজেপির প্রতিনিধিরা ওই এলাকায় গরম গরম কথা বলে এসেছিলেন গত কয়েকদিন আগে। সেই প্ররোচনায় পা দিয়ে এই ঘটনা কিনা তা তিনি নিশ্চিত নন। যিনি অভিযুক্ত তিনি বিজেপির অনুষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করে থাকেন বলে এলাকার মানুষের কাছ থেকে তিনি জানতে পেরেছেন। ফলে রাজনৈতিক চক্রান্ত করেই তাঁদের কর্মীকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে বলে তাঁর অনুমান। মন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে এসেছে সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানের কথা। তবে কি শাহজাহানের মতোই এলাকায় নিজের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন শম্ভু দাস।

বৈদিক যুগের রীতি মেনে পৈতে কন্যার

মিলন গোস্বামী ● বীরভূম

বামুন চিনি পৈতে প্রমাণ, বামনি চিনি কী প্রকারে...'। ফকির লালনের এই প্রশ্নের মধ্যেই রয়ে গিয়েছে সেই চিরন্তন কথা, পৈতে তো হয় বামুনের। মানে ছেলেদের। মেয়েদের আবার উপবীত ধারণের রেওয়াজ আছে নাকি! কিন্তু ছিল। বৈদিক যুগে মেয়েরাও 'দ্বিজা' হতেন। সেই

হারিয়ে যাওয়া দিনের কথা ২০২৪ সালে মনে করাল পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী কৈরভী। বীরভূমের সিউড়ির বাসিন্দা কৈরভী বন্দোপাধ্যায়। না, সে এখনও ধর্ম, নিয়ম, রীতি, বৈদিক যুগ- এ সব কিছুই বোঝে না। তবে কৈরভীর চিকিৎসক বাবা, মা প্রচলিত রীতির পরিপন্থী হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আর তার জেরেই বুধবার বৈদিক মতে দ্বিতীয় জন্ম শুরু করল কৈরভী।

বুধবার দুপুরে হলুদ শাড়ি, রংবেরঙের গয়না পরে চারিদিকের সাজসাজ উৎসবের মানে বোঝার চেষ্টা করছিল দশ বছরের মেয়েটি। তাকে ঘিরেই সব আয়োজন। নিজে আগে পৈতে বা উপনয়ন দেখেছে। সে সব দাদাদের। কিন্তু এবার তারই পৈতে। ছোট্ট কৈরভী জানায়, 'মা বলেছে, আজ আমার দ্বিতীয় জন্ম হবে।' অবশ্য মেয়ের পৈতে দিতে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি মা কৌশানী চট্টোপাধ্যায়কে, ব্রাহ্মণ পরিবারে ছেলেদের পৈতে তো হয়ই। কিন্তু মেয়ের পৈতে! অনেক বিস্ময়ের জবাব দিতে, মেয়ের অধিকার বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তার মা আর বাবা, পারলেনও। দীর্ঘদিন ধরে কোথায় পালিত হবে এই অনুষ্ঠান তা খোঁজ করার পরে বুধবার পূরণ হল স্বপ্ন।

কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকেন ওই দম্পতি। তাদের সিউড়ির রামকৃষ্ণপল্লির বাস ভবনে মেয়ের উপনয়নের আয়োজন করেছেন তারা। রীতিমত নেমন্তন্ন কার্ড ছাপিয়ে সবাইকে নেমন্তন্ন করা হয়। দম্পতি অবশ্যই জানিয়েছেন হঠাৎ ইচ্ছে থেকে নয় তথ্য প্রমাণ এর ওপর ভিত্তি করেই তাদের কন্যার পৈতের অনুষ্ঠান করেন। মেয়ের হৃত অধিকার ফিরে পাওয়া উচিত এই ধারণাকে সামনে রেখেই তাদের এই সিদ্ধান্ত। দম্পতির কথায় সন্তান পুত্র হোক অথবা কন্যা তাদের সমান অধিকার পাওয়া উচিত তাই মেয়ের পৈতে দিচ্ছি। বাবা বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য জানান, '২০১৪ সালে কৈরভীর যখন অন্নপ্রাশন হয়েছিল তখন পুরোহিত যজ্ঞ করতে রাজি হচ্ছিলেন না। তিনি দাবি করেছিলেন, যজ্ঞ তো শুধু পুত্রদের অন্নপ্রাশনের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। মেয়েদের বিয়ের সময়েই নাকি শুধু যজ্ঞ করা যায়। তখন এর প্রতিবাদ করেছিলেন বাবা বাঁশরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। বাবা বলেছিলেন ধর্মে এমন কোনো বিধিনিষেধ থাকার কথা নয়। পড়ে পঞ্জিকা ঘেঁটে দেখা যায় সত্যিই মেয়ের অন্নপ্রাশনে যজ্ঞতে কোনও বাধা নেই। তখনই মাথায় আসে পুত্রসন্তানের পৈতে হলে আমার মেয়েরও পৈতে দেওয়া যাবে। তখন থেকেই বিভিন্ন বই ঘেঁটে তথ্য সংগ্রহ করার পাশাপাশি বারাণসীর পাণিনি কন্যা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতার আর্য সমাজ মন্দির, রবিশঙ্করের বৈদিক ধর্মসংস্থান-সব জায়গা থেকে খোঁজ নিয়ে তারা নিশ্চিত হন যে, কন্যার পৈতেও দেওয়া সম্ভব।

দোল উৎসব উপলক্ষ্যে মায়াপুরে শুরু শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নগর পরিক্রমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নবদ্বীপ: চৈতন্য মহাপ্রভুর ৫৩৮-তম আবির্ভাব দিবস ও দোল উৎসব উপলক্ষ্যে শুরু হল মায়াপুর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নগর পরিক্রমা। চৈতন্য মহাপ্রভুর ৫৩৮-তম আবির্ভাব দিবস ও দোল উৎসব উপলক্ষ্যে শুরু হল মায়াপুর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মন্দিরের নগর পরিক্রমা শুরু হয়েছে। আশ্রমের প্রেসিডেন্ট আচার্য শ্রীবিষ্ণু মহারাজ জানিয়েছেন, পাশাপাশি মন্দির প্রাঙ্গণে এক মাস ব্যাপী চলবে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান। প্রতিবছরের মতো এই বছরেও নগর পরিক্রমাটি সাতটি ভাগে ভাগ হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন জায়গা পরিভ্রমণ করছে। সারা বছরই বহু দর্শনার্থীরা আসেন মন্দির নগরী মায়াপুর তথা নবদ্বীপ ভ্রমণ করতে। তবে দোল উৎসবের সময় দেশ-বিদেশ থেকে অগণিত ভক্ত আসেন নবদ্বীপে। দোল উৎসবে সামিল হতে মায়াপুর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মন্দিরে প্রত্যেক বছরই দেশ-বিদেশ থেকে বহু দর্শনার্থী আসেন। এবারও ব্যতিক্রম হয়নি তার। যদিও কোভিড মহামারির সময় প্রায় দু'বছর সেই অর্থে জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করা হয়নি মন্দিরের দোলযাত্রা উৎসব। তবে মহামারির প্রকোপ কমে যাওয়ার পরেই আবারও পুরনো ছন্দে ফিরে এসেছে মন্দির নগরী মায়াপুর।

আরামবাগে নিষিদ্ধ বাজি ও বালি পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ২০২৪ সালের লোকসভা ভোট ঘোষণার পর থেকেই আরামবাগ মহকুমার চারটি থানা এলাকাতেই লাগাতার তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। গোঘাট থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বেআইনি বাজি কারখানায় হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার করে। পাশাপাশি এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে একজনকে। ধৃতের নাম শেখ রফিক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক নিরুপম মণ্ডলের নেতৃত্বে বালি গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধাবল্লভপুর এবং কানাইপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৪০ কেজির মতো বাজি তৈরির কাঁচামাল উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়াও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের বাজি। অপরদিকে আরামবাগের চাঁদুর ফরেস্টে এলাকায় আরামবাগের আইসি রাকেশ সিংয়ের নেতৃত্বে একটি অভিযান চালানো হয় এবং একটি বালি বোঝাই ট্রাক্টর, দুটি বালি বোঝাই ট্রাক আটক করা হয়। পাশাপাশি গাড়ির চালকদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের নাম রণজিৎ মাইতি, বাড়ি খানাকুলের ধামলা এবং উৎপল বাগ, বাড়ি আরামবাগের তালা এলাকায়। এই বিষয়ে পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, চাঁদুর ফরেস্টের গভীর জঙ্গলে ট্রাক্টরটিকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এমনকী পুলিশের দল ওই ট্রাক্টরে চালককে ধাওয়া করলেও সে জঙ্গলে অন্ধকারে পালিয়ে যায়। যদিও আরামবাগ থানার পুলিশ নির্দিষ্ট আইন অনুযায়ী ড্রাইভার, মালিক এবং অন্যদের বিরুদ্ধে মামলা শুরু করে। এই ঘটনায় বন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগের জন্য বন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে পুলিশের তরফে বলে জানা যায়। একই ভাবে ট্রাকের চালক, মালিক এবং অন্যদের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে মামলা। এই বিষয়ে আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী জানান, বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে পুলিশের এই ধরনের অভিযান চলবে এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বুধবার সিউড়ি তসর কাটায় লোকসভা ভোটের আগে প্রচারের জন্য থিম সং এর শ্যুটিংয়ে বীরভূমের তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়।

শতাব্দীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেত্রী মেলে : সুজাতা মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বুধবার সকালে আবহাওয়ার প্রতিকূলতাকে জয় করে বাংলার অধিকার যাত্রার কর্মসূচিতে নামেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের বিষ্ণুপুরের প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। যাত্রার সূচনাতে তিনি বাঁকাদহর একটি কর্মিসভায় উপস্থিত থেকে বিজেপির জমিদারি প্রথা ও বিষ্ণুপুরের সাংসদের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরেন। এই কর্মিসভায় উল্লেখযোগ্য ভাবে উপস্থিত ছিলেন নবীনের পাশাপাশি প্রবীণ জেলা নেতৃত্ব। বিষ্ণুপুরের প্রার্থী তাঁর দাবি, 'জেলায় যখন মা-বোনদের কাছে ভোট চাইতে যাচ্ছি তখন তাঁদের মুখে একটাই কথা তুমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী তো তা হলে নিশ্চিন্তে থাক ভোটটা তোমাদের পক্ষেই যাবে। আজকে আমাদের নেত্রী মহিলাদের স্বনির্ভরতার জন্য ৫০০ টাকাকে বাড়িয়ে ১,০০০ টাকা এবং ১,০০০ টাকাকে বাড়িয়ে ১,২০০ দেওয়া করেছেন। এটা দিয়ে আজকে মেয়েদের মা লক্ষ্মীর সম্মান দিচ্ছেন। আর এরকম নেত্রী যুগে নয় শতাব্দীতে আসেন।' তাঁর বক্তব্যে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর উদ্ধৃতিগুলো ঝরে পড়ে। সিএএর প্রসঙ্গ তুলে সুজাতা মণ্ডল বলেন, 'যে ভাবে সিএএ নিয়ে বিজেপি নেতারা ভুয়ো বক্তব্য দিচ্ছেন, তাই সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে শপথ নিন এবং লোকেদের জানান যে নো ভোট টু বিজেপি, নো ভোট ফর বিজেপির প্রার্থী শুধুমাত্র ভোট ফর মমতা।' প্রচারে তাঁকে অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী দেখায় এবং সকলের সঙ্গে সহজে মিশে যেতে দেখা যায়।

NOTICE

Hooghly Nadi Jalapath Paribahan Samabay Samity Ltd, 4/5, Rishi Bankim Chandra Road, Howrah-711101. Sealed quotation from dock yards for dry dock & repairing of vessel M.V. Amita is required within **27th March, 2024.** Details for tender contact **No-9903587352**

Sd/-

Secretary

আমি নিজে সিএএতে আবেদন করব : শান্তনু ঠাকুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: এবার বিরোধীকে কুৎসা এবং অপপ্রচারের পাল্টা চ্যালেঞ্জ করে মানুষকে অভয় দিতে আমি নিজে সিএএতে আবেদন করব, জানালেন মতুয়া ধর্মগুরু তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। সম্প্রতি দেশজুড়ে লাগু হয়েছে সিএএ। এই খবর ছড়াতেই আনন্দে মেতেছে মতুয়া সমাজের মানুষরা। অন্যদিকে সিএএ লাগু হওয়ার পর থেকে বেঁকে বসেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি, সিএএ নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন নয়, কেড়ে নেওয়ার। সিএএতে আবেদন করলে বেনাগরিক হয়ে যাবে মতুয়ারা। যার ফলে সরকারি প্রকল্পের থেকে বঞ্চিত হবেন তারা। এরপর একাংশের মতুয়াদের সিএএ বিরোধিতা করে পথে নেমে আন্দোলন করতে লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত বক্তব্য কার্যত উড়িয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। মঙ্গলবার বনগাঁ বাটার মোড়ে বিজেপির ট্রেড ইউনিয়ন রিলেশন সেল বনগাঁ সংগঠনের তরফে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল।

সেই সভাতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেন, সিএএ এর নোটিফিকেশনে কোথাও বলা হয়নি আবেদন করলে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হবে বা বেনাগরিক করে দেওয়া হবে। তৃণমূল রাজনৈতিক স্বার্থে ভুল বোঝাচ্ছে ভয় দেখাচ্ছে। আমি উদ্বাস্তু সমাজের মানুষকে অভয় দিতে চাই সে কারণে আমি নিজে আবেদন করব। সিএএ লাগু হওয়ার পর সে নিয়ে বিরোধিতা করে একাংশের মতুয়াদের পথে নেমে আন্দোলন করতে লক্ষ্য করা যায়। সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ওরা কেউ মতুয়া না, তৃণমূলের দালাল এবং সেই দালালগুলো ফিক্সড করা। এছাড়াও শান্তনু যশোর রোড সম্প্রসারণ করার কথাও বলেন মঞ্চ থেকে। তিনি বলেন, আমি যশোর রোড চওড়া করতে চেয়েছিলাম কিন্তু পরিবেশ প্রেমীদের আদালতে মামলার কারণে সে কাজ থমকে। তবুও আদালত নির্দেশ দিয়েছিল গাছ কেটে যশোর রোড সম্প্রসারণ করার কিন্তু রাজ্য সরকার জমি অধিগ্রহণ করতে দেয়নি। তবে এই মুহূর্তে যশোর রোড সম্প্রসারণ করা আমার কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ সেটা আমি করেও ছাড়ব। অন্যদিকে হাবড়ায় সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সিএএ নিয়ে কার্যত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ করে তিনি বলেন, যদি সিএএতে একজন মানুষের কোনও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয় তাহলে আমি আমার বিধায়ক পথ ছেড়ে দেব।

পাকা রাস্তার দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: বুধবার দেখা গেল পূর্ব বর্ধমানের মেমারি এক নম্বর ব্লকের বাগিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের দিলালপুর সন্নারপাড় এলাকায় পাকা রাস্তার দাবিতে ভোট বয়কটের পোস্টার পড়েছে। দিলালপুরের প্রধান রাস্তা থেকে সন্নার পাড় যেতে ক্যানালের বাঁধ বরাবর প্রায় এক থেকে দেড় কিলোমিটার মাটির রাস্তা এবং সন্নার পাড় যাওয়ার এটাই প্রধান রাস্তা।

দিলালপুরের সন্নার পাড়ের বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটি পাকা করার জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য জায়গাতেও জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত হয়নি রাস্তা। বিধানসভা নির্বাচন, পঞ্চায়েত নির্বাচন পার করে লোকসভা নির্বাচন দোরগোড়ায়, আর প্রতিটি নির্বাচনের আগে জনপ্রতিনিধরা এলাকায় আসেন ভোট চাইতে, পাকা রাস্তার প্রতিশ্রুতিও দেন, কিন্তু ভোট মিটে যাওয়ার পরে যে কে সেই, এই সন্নার পাড় এলাকায় প্রায় এক থেকে দেড়শ জন ভোটার।

তাঁদের অভিযোগ, কাঁচা রাস্তার কারণে অসুস্থ রোগী থেকে শুরু করে প্রসূতি ও গর্ভবতী মহিলাদের খুব কষ্ট করে যেতে হয় চিকিৎসা কেন্দ্রে, অসুবিধায় পড়তে হয়। বিশেষ করে মাটির রাস্তা হওয়ার কারণে বর্ষার সময় তো বেশি সমস্যায় পড়তে হয় এলাকার মানুষদের, তাই এবার রাস্তার দাবিতে জোট বেঁধেছেন সন্নারপাড়ের বাসিন্দারা। দিয়েছেন ভোট বয়কটের ডাকও। এদিকে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, রাস্তাটি সেচ ক্যানেলের বাঁধের ওপর দিয়ে হওয়ায় কিছু নিয়মকানুন রয়েছে এবং রাস্তাটি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে, রাস্তা হবেই।

MADHABDIP EDUCATION SOCIETY

Remuneration - Rs. 20,000.00 P.M (Consolidated)

MADHABDIP EDUCATION SOCIETY HIRING FOR VOCATIONAL TRAINERS IN GOVT. SCHOOLS UNDER CSS-VSE OF WEST BENGAL Requires professionally qualified Vocational Trainers on Contractual basis/Purely on temporary basis in Govt. schools under CSS-VSE of West Bengal to implement CSS-VSE. Candidates must be domicile of West Bengal.

Sector	No of Vacancy	Trainer Qualification (s)
FOOD PROCESSING	26	B.Sc/B.Tech/BE in Food Technology or Food Engineering from a recognized Institute /University, with at least 1 year work/teaching experience Or Graduation (3 year and 4 year degree) in Food Science & Nutrition/ Food Technology/ Hotel Management/ Home Science/ from a Recognized Institute /University, with at least 2 years work experience in hospitality/ Hotel management/ Bakery lab Or 3year diploma in Hotel Management and Catering Technology from recognized (AICTE) approved University, Colleges, or Institute with 2 year experience from reputed bakery brand. Or 1 year Diploma in culinary arts from reputed culinary Institute in India or abroad. Or 1 year craft course with 4 year working experience in bakery company

**** This is a Purely private job. If you are selected for this job, then you will be an employee of Madhabdip Education Society.**
Age: 18-40 years (As on 31st December, 2023). Age relaxation to be provided as per State Govt. Rules. Interested candidates may apply through **E-Mail ID :- madhabdip.vocational@gmail.com** With their Bio-Data, all Educational qualifications, Experience documents and Aadhar Card within **27-03-2024** Short listed candidates will be intimated through E-Mail, For more information contact: **7044119866**

বিশ্ব চড়াই দিবস

গান, নাটক ও তুলিতে সংরক্ষণে সরব হওয়ার ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'চড়াই বাঁচান। ভালো বাসুন চড়াইকে। বাড়ির চালে, জানালায়, আনাচে কানাচে নাচ দেখিয়ে চড়াই আমাদের ভালোবাসা চায়, ওদের ভালবাসা দিন, হারিয়ে যেতে দেবেন না।' এই আবেদন জানিয়ে বিশ্ব চড়াই দিবসে শিল্পীদের গান, নাটক ও তুলিতে সরব হওয়ার আবেদন জানালেন পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ অ্যান্ড ওয়াইল্ডসের সদস্যরা।

গত ২০১০ সাল থেকে প্রতি বছর ২০ মার্চ 'ওয়ার্ল্ড স্প্যারো ডে' বা বিশ্ব চড়ুই দিবস হিসাবে পালিত হচ্ছে। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনটি গত ১৪ বছর ধরে নিঃশব্দে পালিত হয়ে আসার ঘটনাকে বেদনাদায়ক বলে উল্লেখ করেছেন এই পরিবেশবাদী সংস্থার সদস্যরা। বুধবার বাঁকুড়ার মানকানালি ও বেলিয়াতোড়ে চড়াই পাখি নিয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করে সংস্থাটি। এই সংস্থার পক্ষে সংগীতা ধর বিশ্বাস ও ঝর্না গঙ্গোপাধ্যায় দাবি করেন, বাঁকুড়া জেলা সহ সারা রাজ্য থেকে ক্রমেই চড়াই হারিয়ে যাচ্ছে। চড়াই যাতে হারিয়ে না যায় সেজন্য শিল্পীদের গান, গীতিআলেখ্য, নাটক ও তুলিতে সরব হওয়া দরকার। সেই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের আর্থিক

সহায়তায় এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করতে চলেছে তারা। এই উৎসবে বৃষ্টির জল ধরে রাখা, চড়াই বাঁচানোর মতো পরিবেশ সুরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

তাঁদের দাবি, কয়েক বছর আগেও বিহার ও পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান,বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের মতো জেলাগুলিতে ঝাঁকে ঝাঁকে চড়াই দেখা যেত। এজন্য এসব এলাকায় পোকামাকড়ের অত্যাচার ছিল কম। এতে ফসল ভালো হত। রোগজ্বালা কম হত। সে কারণে গত ২০১৩ সালে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার চড়াইকে 'রাজ্য-পাখি' ঘোষণা করে চড়াই সংরক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, গ্রামাঞ্চলে এখনও চড়াই নির্বিচারে হত্যা ও পাচার চলছে বলে অভিযোগ। চড়াই ফসলের ক্ষতি করে এই ভুল ধারণা রয়েছে বলে দাবি। এই ভুল ধারণায় ৫০-এর দশকে মাও সে তুংয়ের নির্দেশে চিন চড়ুই নিধনে মেতে উঠেছিল বলে দাবি। তার ফল কিন্তু চিনকে মেটাতে হয়েছিল কড়ায় গন্ডায়।

আরও দাবি, চড়াইয়ের অভাবে চার-পাঁচ বছরের মাথায় চাষের জমি, বাগান সর্বত্র পোকামাকড়ে ভরে গিয়েছিল। খাদ্যসঙ্কটের কবলে পড়ে চীন। দুর্ভিক্ষে মারা যায় প্রায় ২০ মিলিয়ন মানুষ। এই ঘটনার পর চিনে শুরু হয় চড়াই রক্ষার আন্দোলন। বিভিন্ন সমীক্ষায় জানা গিয়েছে যে, চড়াই হারিয়ে যেতে চলার জন্য দায়ী মানুষ। মানুষের বদলে যাওয়া জীবন যাত্রা। অতীতে ফ্ল্যাটবাড়ি কালচার ছিল না। পুরনো বাড়িগুলিতে আলোবাতাস চলাচলের জন্য থাকত নানা ধরনের ছোট-বড় ফাঁকফোকর, ঘুলঘুলি, কড়িবরগা, চিলেকোঠার ঘর। এগুলি চড়াই পাখির বাসা বানানোর জায়গা ছিল। সেখানে এরা ডিম পাড়ত, ছানা বড় হত। এখনকার ফ্ল্যাট বাড়িতে এসব থাকে না। তাই চড়াইদের থাকার জায়গার অভাব হয়ে পড়েছে।

শুধু তাই নয়, এখন খাবারেও পড়ছে টান। চড়াইদের প্রধান খাবার পোকামাকড়। বেড়ে ওঠার সময় প্রোটিনের প্রয়োজন। চড়াই দম্পতি সারাদিন খুঁজে খুঁজে ছানাদের খাওয়ানোর জন্য পোকা ধরে নিয়ে আসে। কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে পোকা তেমন পাওয়া যাচ্ছে না। তা ছাড়া, বর্তমানে যে সব গাছ লাগানো হয় তাতে পোকা ধরে কম। ফলে পর্যাপ্ত খাবারও পায় না তারা। তাই চড়াই বাঁচাতে সরব হতে হবে সকলকে। এজন্য চড়াই রক্ষার গান, গীতিআলেখ্য ও নাটক রচনা ও তৈরির তালিম দেওয়া হয় এই কর্মশালায়।

মাকুড়গ্রাম এলাকার শিল্পী প্রভাতী জানা জানান, বিশ্ব চড়াই দিবসে তঁরা সায়েন্সকে ভিত্তি করে গান ও নাটক তৈরি শিখেছেন। এটা কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। বিশিষ্ট পরিবেশ প্রেমী গৌতম গঙ্গোপাধ্যায় জানান, রজনীকান্ত সেন তাঁর স্বাধীনতা সুখ কবিতায় চড়াই সম্পর্কে সতর্কবাণী দিয়েছিলেন।

প্রয়াত কংগ্রেস নেতার স্মরণসভায় বিশিষ্টরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: হুগলি জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা বাবলু দত্ত কিছুদিন আগে প্রয়াত হন, তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি থাকতেন হিন্দমোটরের রবীন্দ্রনগরে। তিনি দীর্ঘদিনের কংগ্রেসের একনিষ্ঠ নেতা ছিলেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উত্তরপাড়া কোতরং মাখলা টাউন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্মরণসভা করা হয়। এই স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতারা। কোন্নগরের অধীর মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার রনু দত্ত, ইন্দ্রজিৎ দেব সুব্রত মুখোপাধ্যায়, গোপাল দে, মিলন চক্রবর্তী, সুবীর মুখোপাধ্যায়, মৃণাল দাস সহ বিশিষ্ট নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের প্রতি প্রয়াত বাবলু দত্তের অনেক অবদান ছিল। বক্তারা জানান, তিনি পকেটের পয়সা খরচা করেন পার্টিটা করতেন, তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল বলার মতো।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৪৬৫, তারিখ ঃ ১৮.০৩.২০২৪। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার নংঃ এসডিএসটিই/সিগ/টি/৩৮/২৩-২৪/আরআরএসকে। স্থান সহ কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে ট্র্যাক নবীকরণ কাজ সম্পর্কিত সিগন্যালিং কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৯৯,৪১,৭৫১.৬৯ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** শূন্য। **বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ** ২,৪৯,৭০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ০৪.০৪.২০২৪। **টেন্ডার জমা শেষের তারিখঃ** ১৮.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ২ টো পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখঃ** ১৮.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। **বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবেঃ www.ireps.gov.in। কারিগরী যোগ্যতামানঃ** টেন্ডারদাতাকে অবশ্যই টেন্ডার আহ্বানের আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে নিম্নলিখিত ক্যাটেগরির যে কোনও একটি কাজ সফলভাবে অথবা উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পূর্ণ করতে হবেঃ (১) তিনটি সমরূপ কাজ যার প্রত্যেকটির ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ন্যূনতম ৩০ শতাংশের সমতুল হতে হবে অথবা (২) দুটি সমরূপ কাজ যার প্রত্যেকটির ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ন্যূনতম ৪০ শতাংশের সমতুল হতে হবে অথবা (৩) একটি সমরূপ কাজ যার ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ন্যূনতম ৬০ শতাংশের সমতুল হতে হবে। **আর্থিক যোগ্যতামানঃ** টেন্ডারদাতার অবশ্যই ভি/এন অথবা 'ভি' যেটি কম হবে, সেটির ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার থাকতে হবে, যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য, এন = আহ্বান করা বিডের জন্য কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শীট অনুযায়ী পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে ''মোট চুক্তিবদ্ধ পেমেন্টের'' গড় অনুযায়ী গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার গণনা করা হবে। অবশ্য, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শীট এখনও প্রস্তুত/নিরীক্ষিত না থাকে তবে চতুর্থ পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার গণনার জন্য বিচার্য হবে। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শীট দ্বারা সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের থেকে সার্টিফিকেট/চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা সার্টিফায়েড নিরীক্ষিত ব্যালান্স শীটের কপি সহ জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-VIB (বর্তমান টেন্ডার নথিপত্রের ফর্ম-৬) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য টেন্ডারদাতা জমা করবেন। **অন্যান্য নথিপত্র জমা করতে হবেঃ** টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত অনুযায়ী। **সমরূপ কাজঃ** ''প্যানেল ইন্টারলকিং অথবা রুট রিলে ইন্টারলকিং অথবা ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং অথবা আইবিএইচ অথবা অটোমেটিক সিগন্যালিং অথবা এলসি গেট ইন্টারলকিং অথবা এএফটিসি অথবা এসএসডিএসি অথবা এমএসডিএসি''-এর যে কোনও একটি কাজ বর্তমান টেন্ডার কাজের জন্য সমরূপ কাজ হিসাবে বিচার্য হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** টেন্ডারদাতা টেন্ডার অফারের সাথে টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত অনুযায়ী যোগ্যতামান পূরণ সাপেক্ষে তাদের দাবীর সমর্থনে নথিপত্র জমা করবেন। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা করা শংসাপত্রের সমর্থনে সার্টিফিকেট/নথিপত্রের কপির প্রতিটি পৃষ্ঠায় টেন্ডারদাতা অথবা টেন্ডারিং ফার্মের অনুমোদিত প্রতিনিধির দ্বারা স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল স্বাক্ষর থাকতে হবে। স্বপ্রত্যয়িত-এর মধ্যে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়) থাকতে হবে। SDAH-420/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 279, KOLKATA, THURSDAY
21 MARCH 2024, PAGE 8

‘কিং নয়, আমাকে শুধু বিরাট বলেই ডাকুন’

ভক্তদের কাছে কোহলির অনুরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ‘ব্যাঙ্গালোর’ থেকে ‘বেঙ্গালুরু’ নামকরণ হয়েছে সেই কবে। তবে দক্ষিণ ভারতের শহরটির আইপিএল দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের নামে এত দিন বহাল ছিল পুরোনো ব্যাঙ্গালোর নামটিই। মঙ্গলবার ঘটা করেই দলের নামের বানান পরিবর্তন করে বেঙ্গালুরু করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। ‘আরসিবি আনবক্স’ নামের সেই অনুষ্ঠানে ২২ মার্চ থেকে শুরু ২০২৪ আইপিএলের বেঙ্গালুরু দলের নতুন জার্সিও উন্মোচনও করা হয়।

এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের সেই অনুষ্ঠানে ছিলেন বিরাট কোহলিসহ দলের প্রায় সব খেলোয়াড়ই। কখনোই আইপিএল না জেতা দলটিকে শুভকামনা জানাতে গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন দলটির সমর্থকেরা। সেই অনুষ্ঠানেই কথা বলেছেন কোহলি। আরসিবির সাবেক অধিনায়ক সমর্থকদের একটি অনুরোধও করেছেন। তবে সেই অনুরোধ বেঙ্গালুরু,সমর্থকেরা মানবেন বলে মনে হয় না!

কোহলির নামের আগে ‘কিং’ বা রাজা শব্দটা ব্যবহার করেন তাঁর ভক্তরা। ভক্তদের আর দোষ কী, ২২ গজে কোহলি তো ব্যাট হাতেই রাজত্ব করেন। তবে কোহলি কাল আরসিবির অনুষ্ঠানে জানালেন ‘কিং’ শব্দটা শুনলে বিব্রত হন তিনি। ভক্তদের তাই অনুরোধ করেছেন তাঁর নামের আগে এই বিশেষণটা ব্যবহার না করতে।

মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানে মাত্রই মেয়েদের আইপিএল হিসেবে পরিচিত ডব্লুপিএলজয়ী রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর নারী দলকে সংবর্ধনা দেওয়া দেয়। এরপর অ্যালান ওয়াকার ও রঘু বিষ্ণয়ের গানের পর উন্মোচন করা হয় বেঙ্গালুরু নতুন নকশার জার্সি। দলের নামের বানান পরিবর্তনের ঘোষণার পর মাইক্রোফোনের সামনে আসেন কোহলি।

‘কিংয়ের কেমন লাগছে?’; সঞ্চালকের এই প্রশ্নের উত্তরে ‘আবারও ফিরতে পেরে ভালো লাগছে’ বলার পরই থামতে হয় কোহলিকে। ভক্তদের উল্লাসই থামতে বাধ্য করে তাঁকে। হইচই একটু কমার পর কোহলি আবার শুরু করেন, ‘আমাকে বলতে দিন। আমাদের কিন্তু আজ (মঙ্গলবার) রাতে চেন্নাইয়ে যেতে হবে। বিমান ভাড়া করা আছে, হাতে কিন্তু একদমই সময় নেই (হেসে)। সবার আগে আপনাদের আমাকে ওই নামে (কিং) ডাকা বন্ধ করতে হবে। আমি ফাফকে (ডু প্লেসি) বলেছি আপনারা যখন আমাকে ওই নামে ডাকেন, আমি বিব্রত হই, আমাকে শুধু বিরাটই ডাকুন।’ ভক্তরা কোহলির কথা শুনবেন কি না কে জানে। ভারতীয় কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারও ভক্তদের তাঁকে ‘ক্রিকেট গড’ না বলার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সেটিতে যে কাজ হয়নি, সেটি তো জানাই।

সামনে দুর্বল আফগানিস্তান

বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ৩ পয়েন্টই পাখির চোখ সুনীলদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইএসএল আপাতত বন্ধ। আবার নজর ফিরেছে ভারতীয় ফুটবল দলের দিকে। বৃহস্পতিবার সৌদি আরবের আভায় আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে খেলতে নামছে ভারত। একাধিক ফুটবলার না থাকা দুর্বল আফগানিস্তানকে হারিয়ে তিন পয়েন্ট পাওয়ার লক্ষ্যে নামছেন সুনীল ছেত্রীরা। প্রথম বার যোগ্যতা অর্জন পর্বের তৃতীয় রাউন্ডে যাওয়ার স্বপ্ন দেখা শুরু করেছেন অনেকেই।

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে পর পর দু’টি ম্যাচ খেলবে ভারত। বৃহস্পতিবারের পর ২৬ মার্চ গুয়াহাটিতে দ্বিতীয় পর্ব। দু’টি ম্যাচ থেকেই পুরো পয়েন্ট চাইছে ভারত। বিপক্ষ আফগানিস্তানের ১৮ জন ফুটবলার সে দেশের ফুটবলার সংস্থার বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ এনে খেলা বয়কট করেছেন। দুটো ম্যাচেই হয়তো তাঁদের পাওয়া যাবে না। জোহিব ইসলাম আমিরি, ওমিদ মুসাউই এবং বালাল আরেজুর মতো ফুটবলারেরা থাকলেও এই আফগানিস্তান অনেক দুর্বল।

উল্টো দিকে ভারত আত্মবিশ্বাস পেয়েছে দলে জিকসন সিংহ, আনোয়ার আলিরা ফিরে আসায়। সম্প্রতি এই দু’জনের অভাব ভালই বোঝা গিয়েছে। এমনিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে মুখোমুখি সাক্ষাতে ভারতের ফল ভালই। তবু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আফগানদের লড়াই করার ক্ষমতা রয়েছে, এ কথা ভালই জানেন সুনীলেরা।

সুনীল সম্প্রতি বলেছেন, তআগের বার যা দেখেছিলাম তার থেকে অনেক উন্নতি করেছে আফগানরা। ধীরে ধীরে ওরা এগিয়ে গিয়েছে। আমরা একই অঞ্চলের বলে দু’দেশের খেলা নিয়ে একটা শত্রুতা রয়েছে। ভারত এবং আফগানিস্তান দুই দেশই গত দশকে উন্নতি করেছে। আফগানিস্তানের অনেক ফুটবলার বিদেশে খেলে। এটাও মাথায় রাখতে হবে আমাদের।দ

২ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে ভারত এই মুহূর্তে যোগ্যতা অর্জন পর্বে গ্রুপে তিন নম্বরে। কুয়েতের সঙ্গে গোলপার্থক্যে পিছিয়ে রয়েছে তারা। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দু’টি ম্যাচে জয় তাদের তৃতীয় রাউন্ডের দিকে অনেকটাই এগিয়ে দিতে পারে।

মোহনবাগানকে পিছনে ফেলে আইএসএলের শীর্ষে মুম্বই

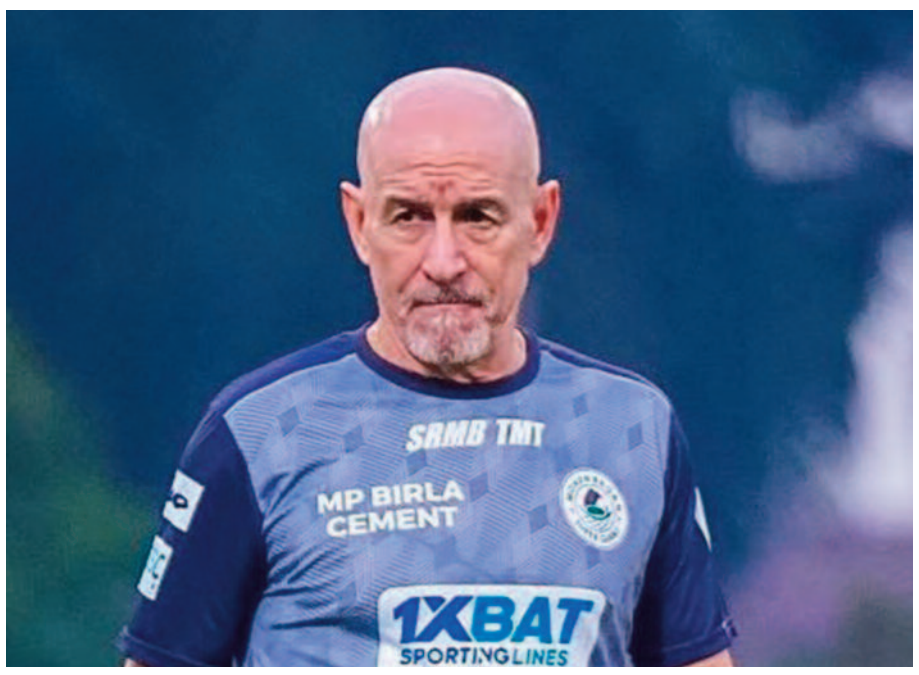

নিজস্ব প্রতিনিধি: জামশেদপুর এফসি বনাম মুম্বই সিটি ম্যাচের ফল বদলে গেল। ৮ মার্চ হয়েছিল সেই ম্যাচ। শেষ হয়েছিল ১-১ গোলে। কিন্তু সেই ম্যাচে নিয়ম ভাঙে জামশেদপুর। সেই কারণে মুম্বইকে ৩-০ গোলে জয়ী ঘোষণা করা হল। এর ফলে মোহনবাগান সুপারজায়ান্টের থেকে ২ পয়েন্টে এগিয়ে গেল মুম্বই।

সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কাছে মুম্বই অভিযোগ করেছিল যে, আইএসএলের নিয়মলঙ্ঘন করেছে জামশেদপুর। নিয়ম অনুযায়ী, আইএসএলে প্রতিটি দলকে গোটা ম্যাচে অন্তত সাত জন ভারতীয় ফুটবলারকে মাঠে রাখতে হবে। সেই নিয়ম মানেনি জামশেদপুর। অভিযোগ পেয়ে তদন্ত করেন আইএসএল কর্তৃপক্ষ। দেখা যায় ৮৭ মিনিটে এক জন বেশি বিদেশি খেলিয়েছিল। সেই সময় জামশেদপুরের ছ’জন ফুটবলার মাঠে ছিলেন। নিয়ম ভাঙার কথা মেনে নিয়েছে জামশেদপুর ক্লাবও।

মুম্বই ৩-০ গোলে জেতার ফলে লিগে পয়েন্টের কিছু বদল হল। এখন ১৯ ম্যাচে ৪১ পয়েন্ট মুম্বইয়ের। শীর্ষে রয়েছে তারা। এত দিন তারা শীর্ষে থাকলেও মোহনবাগানের সঙ্গে সমান পয়েন্ট ছিল। মোহনবাগান যদিও ১৮ ম্যাচ খেলে ৩৯ পয়েন্ট পেয়েছে। তবে গোল পার্থক্যও বেড়ে গেল মুম্বইয়ের। এত দিন মোহনবাগানের সঙ্গে মাত্র এক গোলের পার্থক্য ছিল মুম্বইয়ের। সেটা এখন চার গোলের হয়ে গেল।

জামশেদপুরের পয়েন্ট কমে গিয়েছে। ১৯ ম্যাচে এখন ২০ পয়েন্ট তাদের। আট নম্বরে রয়েছে তারা। দশম স্থানে থাকা ইস্টবেঙ্গল ১৯ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট পেয়েছে।

হার্দিকদের ‘টিম বন্ডিং’ সেশনে নেই রোহিত!

অনুপস্থিতি ঘিরে নতুন জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএল শুরুর আগে একটা দিন একটু হালকা মেজাজে কাটালেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ক্রিকেটারেরা। হার্দিক পাণ্ড্য, ঈশান কিশনদের সঙ্গে এই ‘টিম বন্ডিং’ সেশনে যোগ দিয়েছিলেন দলের কোচিং স্টাফেরাও। দলের সঙ্গে দেখা গেল না প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে। ঠাসা ক্রিকেট সূচির আগে প্রস্তুতিতে ক্ষণিকের বিরতি। সেই সুযোগে বুধবার আলিবাগ ঘুরে এলেন মুম্বইয়ের ক্রিকেটারেরা। লঞ্চ চড়লেন। পরে ‘পেন্টবল ব্যাটল’ খেললেন হার্দিকেরা। সবাই মিলে উপভোগ করলেন। হার্দিক, ঈশানদের হালকা মেজাজে সময় কাটানোর ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কর্তৃপক্ষ। সেই ভিডিয়ো ঘিরেই তৈরি হয়েছে নতুন জল্পনা। ভিডিয়োয় দেখা যায়নি রোহিতকে। দলের প্রাক্তন অধিনায়কের অনুপস্থিতি নজর এড়ায়নি ক্রিকেটপ্রেমীদের।

তা হলে কি মুম্বইয়ের অন্দরমহলে সব কিছু ঠিকঠাক নেই? দলের সঙ্গে কোনও দূরত্ব তৈরি হয়েছে রোহিতের? না কি নেতৃত্ব হারিয়ে তিনি নিজেকে কিছুটা গুটিয়ে রেখেছেন? এমন নানা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে। মুম্বই কর্তৃপক্ষও ‘টিম বন্ডিং সেশন’-এ রোহিতের অনুপস্থিতি সম্পর্কে কিছু জানাননি। রোহিতকে অবশ্য অনুশীলনে স্বাভাবিকই দেখিয়েছে। মঙ্গলবার নেটে চেনা মেজাজে ব্যাট করেছেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক।

দলীয় সংহতি বৃদ্ধির জন্য মুম্বই কর্তৃপক্ষের আয়োজন রোহিত কেন এগিয়ে গেলেন, তা নিয়ে জল্পনা শুরু

হয়েছে। দলের নতুন সদস্যদের সঙ্গে পুরনোদের বোঝাপড়া বৃদ্ধি করতে এমন আয়োজন করে থাকে অনেক দলই। প্রতিযোগিতায় ভাল ফলের জন্য এই ধরনের আয়োজনকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। অথচ সেখানেই দেখা গেল না রোহিতকে।

আইপিএলের আগে মন্দিরে রাহুল

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএল শুরু হবে শুক্রবার। লখনউ সুপার জায়ান্টসের অধিনায়ক বুধবার দলে যোগ দিলেন। তার আগে লোকেশ রাহুল মহাকালেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে যান। তাঁকে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির তরফে সুস্থ ঘোষণা করা হয়েছে। যদিও আইপিএল খেলার ক্ষেত্রে কিছু সর্তও দেওয়া হয়েছে।

লখনউ দল ইতিমধ্যেই অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে। কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারের প্রশিক্ষণে চলছে অনুশীলন। লখনউয়ের প্রথম ম্যাচ জয়পুরে। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে খেলবে তারা। লখনউ দলে যোগ দেওয়ার আগে রাহুল পুজো দিলেন মধ্যপ্রদেশের মহাকালেশ্বর মন্দিরে। সেখান থেকে দলে যোগ দিলেন তিনি। তাঁকে শেষ বার খেলতে দেখা গিয়েছিল ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। টেস্ট খেলেছিলেন ভারতের হয়ে। সেখানেই তাঁর পেশিতে চোট লাগে।

আইপিএলে ১১৮টি ম্যাচে ৪১৬৩ রান করেছেন রাহুল। একটি আইপিএলে ৬০০-র বেশি রান করার নজির গড়েছেন চার বার। চারটি শতরানও রয়েছে তাঁর। ২০১৩ সালে প্রথম বার আইপিএল খেলেছিলেন রাহুল। এখনও পর্যন্ত ৩৩টি অর্ধশতরান রয়েছে তাঁর। শতরানের তালিকায় ভারতীয়দের মধ্যে বিরাট কোহলির পরেই রয়েছেন রাহুল।

রাহুলকে আইপিএল খেলার ছাড়পত্র দিলেও আপাতত তাঁকে উইকেটরক্ষক হিসাবে খেলতে বারণ করেছে বিসিসিআই। বোর্ডের এক সূত্র সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, এনসিএ রাহুলকে ছাড় দিয়েছে। লখনউ দলে ২০ তারিখ যোগ দেবে। তার পরে জয়পুরে প্রথম ম্যাচ খেলতে উড়ে যাবে। শোনা যাচ্ছে প্রথম দিকে ওকে সামনে ঝুঁকতে বারণ করা হয়েছে। কয়েকটা ম্যাচ পরেই ও কিপিং করতে পারবে। প্রথম কয়েকটা ম্যাচে ও শুধু ব্যাটার হিসাবেই খেলবে।

প্রেমিকের আত্মহত্যা, তবু মায়ামি ওপেনে খেলবেন সাবালেঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মায়ামি ওপেনে দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে আরিনা সাবালেঙ্কার মুখোমুখি হবেন স্পেনের পলা বাদোসা। কোর্টের বাইরে দুই খেলোয়াড় অন্তরঙ্গ বন্ধু। বাদোসা জানিয়েছেন, এই ম্যাচটা খেলতে তিনি ‘অস্বস্তিবোধ’ করবেন। কারণটা অবশ্যই বন্ধুত্ব নয়।

বন্ধু হলেও দুজন তো এর আগেও মুখোমুখি হয়েছেন। কারণটা আসলে ভয়াবহ; সাবালেঙ্কার প্রেমিক ‘আত্মহত্যা’ করেছেন গত সোমবার। দুবার গ্র্যান্ড স্লামজয়ী বেলারুশ তারকার মনের অবস্থাটা এখন কেমন সেটা তো আন্দাজ করে নেওয়াই যায়। এই শোক নিয়ে সাবালেঙ্কা যে মায়ামি ওপেনে খেলছেন, সেটাই তো অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

মায়ামি ওপেনের আয়োজকেরা গতকালই জানিয়েছেন, সাবালেঙ্কা এই টুর্নামেন্টে খেলা চালিয়ে যাবেন। মায়ামির পুলিশ জানিয়েছে, সাবালেঙ্কার প্রেমিক বেলারুশের সাবেক আইস হকি খেলোয়াড় কনস্তানতিন কোলসোভ মায়ামির একটি রিসোর্টের ব্যালকনি থেকে লাফ দিয়ে ‘আত্মহত্যা’ করেন।

৪২ বছর বয়সী কনস্তানতিন উত্তর আমেরিকার আইস হকি লিগে (এনএইচএল) পিটসবরো পেঙ্গুইনসের হয়ে খেলেছেন। বেলারুশের সংবাদমাধ্যম দাবি করেছিল, কনস্তানতিনের শরীরে ‘রক্ত জমাটবাঁধা’র অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। কিন্তু ফ্লোরিডার পুলিশ পরে জানায়, পাঁচ তারকা রিসোর্টের ব্যালকনি থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেন কনস্তানতিন। মায়ামির সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ঘটনাকে ‘স্পষ্টত আত্মহত্যা’ ধরে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশের মুখপাত্র আরজেমিস কোলোমে মেইলের মাধ্যমে সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘সেন্ট রেজিস হারবার রিসোর্টে একজন পুরুষের লাফ দিয়ে আত্মহত্যার খবর পেয়ে সেখানে গিয়েছিল মায়ামির পুলিশ বিভাগের হোমিসাইড ব্যুরো। মিস্টার কনস্তানতিন কোলসভের এ ঘটনাকে আত্মহত্যা হিসেবে ধরে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত খুন বা তেমন কিছু মনে হয়নি।’ মেয়েদের র্যা ঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় সাবালেঙ্কা মায়ামিতে অনুশীলন করতেন এবং সেখানে তাঁর বাসাও আছে। কনস্তানতিনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তিন বছরের। সাবালেঙ্কার প্রয়াত বাবা সের্গেই,ও আইস হকির খেলোয়াড় ছিলেন।

বাদোসা যেহেতু সাবালেঙ্কার কাছের বন্ধু;গতকালই তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। বাদোসার ভাষায়, ‘গতকাল তার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছি। আজ সকালেও বলেছি। আমি জানি সে কিসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আমার নিজের জন্যও ব্যাপারটা ভয়ংকর। কারণ সে আমার সেরা বন্ধু। আমি চাই না সে ভোগান্তিতে থাকুক। পরিস্থিতিটা খুব কঠিন। একই সময়ে তার বিপক্ষে খেলতেও অস্বস্তি লাগবে।’

মেয়েদের টেনিস র‍্যাঙ্কিংয়ে সাবেক শীর্ষ খেলোয়াড় ক্যারোলিন ওজনিয়াকি বলেছেন, সাবালেঙ্কার পরিস্থিতিটা ‘হৃদয় ভেঙে দেওয়ার মতো’। সংবাদমাধ্যমকে ওজনিয়াকি বলেছেন, ‘ভাবতেও পারছি না সে কিসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। নিজেও ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি। তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। বলেছি, কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে আমি পাশেই আছি।’

যুক্তরাষ্ট্রের খেলোয়াড় জেসিকা পেগুলা বলেছেন, ‘আমরা সবাই গত রাতে জেনেছি...আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো, এই ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে তার যা যা প্রয়োজন সেসব ব্যাপারে সাহায্য করা। কে কীভাবে এমন শোক কাটিয়ে উঠবে কিংবা কীভাবে সহ্য করবে;সেটা তো আমরা জানি না। সব মানুষই আলাদা।’

এআই ব্যবহার করে কর্নার নেওয়ার ‘টুল’ বানিয়েছে গুগল

নিজস্ব প্রতিনিধি: কর্নার কিক নিতে সেরা কৌশলগুলো কি হতে পারে;এ বিষয়ে সার্চ ইঞ্জিন প্রতিষ্ঠান গুগল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি ‘টুল’ বানিয়েছে বলে জানিয়েছেন গবেষকেরা। এ টুল অনুমোদন করেছেন লিভারপুলের ফুটবল বিশ্লেষকেরা।

লিভারপুলের কোনো খেলোয়াড় কিংবা অন্য কেউ এই টুলের পরামর্শ এখনো মাঠে ফলাননি। অর্থাৎ, কোনো মানুষ এখন পর্যন্ত এই টুল ব্যবহার করেননি। একজন বিশেষজ্ঞ দাবি করেছেন, এই টুলের কার্যকারিতা শুধু মাঠেই বোঝা যাবে।

কর্নার কিক কীভাবে নেওয়া হবে;ম্যাচের আগেই এ নিয়ে পরিকল্পনা করে রাখে ক্লাবগুলো। বড় ক্লাবগুলো আরও এক কাঠি সরেস। বেশ আগে থেকেই তারা ভিডিও ফুটেজ এবং অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ করে কর্নার কিক নেওয়ার পরিকল্পনা তৈরিতে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেছে।

গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করার সেকশনের নাম ‘গুগল ডিপমাইন্ড’। এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ব্যবহার করে কর্নার নিয়ে নিজেদের গবেষণাপত্র (ট্যাকটিকএআই সিস্টেম) জার্নাল নেচার কমিউনিকেশনসে প্রকাশ করেছে গুগল। আর এই ‘টুল’ ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল লিভারপুলের পাঁচ বিশেষজ্ঞকে।

কর্নার থেকে গোল করা এবং গোল ঠেকানোর সময় খেলোয়াড়দের কোথায় কোথায় দাঁড় করাতে হবে;সে বিষয়ে কোচকে পরামর্শ দিতে পারে গুগলের এই ট্যাকটিকএআই সিস্টেম। ৫০টি আলাদা কর্নার সেটআপ করে বিশেষজ্ঞদের বলা হয়েছিল, পূর্বের কর্নার নেওয়ার পদ্ধতিগুলো এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির পরামর্শ থেকে সেরাটা বেছে নিতে। বিশেষজ্ঞরা ৫০টি আলাদা কর্নার সেটআপে জানতেন না কোনগুলো প্রচলিত পদ্ধতি এবং কোনগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তৈরি করা। লিভারপুলের বিশ্লেষকেরা এর মধ্যে ৪৫ বারই ট্যাকটিকএআই পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন। অর্থাৎ, প্রায় ৯০ শতাংশ সময়ই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির পরামর্শ পছন্দ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

গুগল ডিপমাইন্ড সেকশনের গবেষক ও বিজ্ঞানী পিটার ভেলিচকোভিচ দাবি করেন, এই টুলই প্রথম ‘এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট’, যা ‘সাহায্য এবং বাস্তব পরামর্শ দিতে সক্ষম’। খেলাধুলায় মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত কৌশলের সঙ্গে এই টুলের কৌশলের পার্থক্য নেই বললেই চলে। প্রিমিয়ার লিগে খেলোয়াড়দের পজিশন, ওজন, গতি ও উচ্চতার তথ্য কাজে লাগিয়ে এই টুল তৈরি করা হয়েছে। প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে গড়ে প্রায় ১০টি করে কর্নার কিক দেখা যায়।

কর্নার নিয়ে লিভারপুলের নিকট অতীতে একটি সুখস্মৃতিও আছে। ২০১৯ চ্যাম্পিয়নস লিগ সেমিফাইনালে বার্সেলোনার বিপক্ষে কর্নার থেকে ডিভক ওরিগির গোলটি অনলাইনে ভোটাভুটিতে এই ক্লাবের পক্ষে সর্বকালের সেরা গোলের স্বীকৃতি পেয়েছে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**